NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ তেভাগা আন্দোলনের আতুঁড়ঘরের ফের আন্দোলন কি আগশুদ্ধি করবে

'নির্বাচনে খারাপ ফল করলে কর্মীদের জবাবদিহি করতে হবে' ৬

কলকাতা ১৯ মার্চ ২০২৪ ৫ চৈত্র ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 19.3.2024, Vol.17, Issue No. 277, 8 Pages, Price 3.00

গার্ডেনরিচের 'তাসের ঘর' বিপর্যয়ে মৃত অন্তত ৮

মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা, গ্রেপ্তার প্রোমোটার, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচের বহুতল-বিপর্যয়ে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আট জন। সকাল থেকে দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। পরে আরও চার জনকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। শেষ পাওয়া পর্যন্ত সূত্রের খবর, ধ্বংসস্তূপ থেকে ২০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও এক জন আটকে আছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উদ্ধারের কাজ চলছে।

প্রশাসন সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গার্ডেনরিচের ঘটনায় মোট আহতের সংখ্যা ১৬ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় হাসপাতালের পাশাপাশি কয়েক জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল এসএসকেএমে। এঁদের মধ্যে চার জনকে চিকিৎসার পর এসএসকেএম থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রোমোটারকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম মহম্মদ ওয়াসিম। রবিবার রাত ১২টা নাগাদ গার্ডেনরিচের ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ে পাশের ঝুপড়ির উপর। বেশ কয়েকটি টালির চালের বাড়ি গুঁড়িয়ে যায়। রাতেই সেখানে পৌঁছন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ঘটনাচক্রে, যিনি ওই এলাকার বিধায়কও। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা সারা রাত এলাকায় ছিলেন।

সোমবার দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু দিন আগে কপালে চোট পেয়েছেন তিনি। তাঁর কপাল এবং নাকে সেলাই পড়েছে। চিকিৎসকেরা তাঁকে ১০ দিন বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন। সোমবার সকালে দেখা গেল মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান মমতা। গাড়ি থেকে নেমে সরু গলি দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে ঘটনাস্থলে যান তিনি। গার্ডেনরিচে যান কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ মালা রায়ও। ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গয়াল।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মমতা বলেন, 'এটা খুব ঘিঞ্জি এলাকা। মন্ত্রীরা সারা রাত এখানে ছিলেন। প্রোমোটারদের একাংশ বেআইনি ভাবে বাড়ি তৈরি করেন। তার আগে ভাবা দরকার, আশপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের যাতে ক্ষতি না হয়। আমি শুনলাম, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে এই বহুতলটি তৈরি করা হয়নি। এখন রমজান মাস চলছে। সকলে উপোস করে থাকেন। তা-ও সারা রাত এলাকার মানুষ উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর, দমকল, পুলিশ, কাউন্সিলররা সারা রাত ধরে কাজ করেছেন।'

মমতা যোগ করেন, 'শোকস্তব্ধ পরিবারের কাছে আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। যাঁরা বেআইনি কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। পরিবারের পাশে সরকার দাঁড়াবে। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তৈরি করে দিতে বলব।' মমতার হুঁশিয়ারির পরই বেআইনি আবাসনের প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর হাসপাতালেও যান মমতা। সেখান থেকে বেরিয়ে বলেন, 'হাসপাতালে যাঁরা আছেন, তাঁরা স্থিতিশীল।' মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসুও।

গার্ডেনরিচের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে সকালে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। ঘোষণা করা হয়েছে ক্ষতিপূরণও। সোমবার সকালে মমতা এ বিষয়ে এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমি তাতে শোকাহত। আমাদের মেয়র, দমকলমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনারের সেক্রেটারিয়েট, সিভিক পুলিশ, দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল সারা রাত ধরে ঘটনাস্থলে রয়েছেন। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।'

ওই পোস্টেই মমতা আরও লেখেন, 'মৃতদের পরিবারকে এবং আহতদের আমরা ক্ষতিপূরণ দেব। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশেই আছি। উদ্ধারকাজ চলছে।' ফিরহাদ জানান, সরকারের তরফে মৃতদের পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দেন মমতাও।

এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, হিউম্যান ফেলিওর: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা থেকে রাজ্য, কোনও ধরনের ছোট থেকে বড় বিপর্যয়ে ছুটে যেতে দেখা গিয়েছে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। গার্ডেনরিচে এই বহুতল ভেঙে পড়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথমে গার্ডেনরিচের ঘটনাস্থল, সেখান থেকে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান রাজ্যপাল। সেখান থেকে বেরিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, 'এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, হিউম্যান ফেলিওর।' সঙ্গে সংযোজন, সব দুর্ঘটনার পিছনেই হিউম্যান ফেলিওর থাকে। যারা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন তারা কেউ এর জন্য দায়ী নন। বিল্ডার অন্যায় করেছেন। যাদের দেখার দায়িত্ব সেই সুপারভাইজারদের গাফিলতি সব থেকে বেশি। এরই পাশাপাশি রাজ্যপাল এদিন এও জানান, সুপারভাইজিং অথরিটি তার দায়িত্ব ঠিক করে পালন করেনি। সরকার চাইলে এই অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল এও জানান, 'শীঘ্রই রাজভবনে নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বৈঠক হবে। আইআইটি খড়গপুর, হাডকো, সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-সহ একাধিক সংস্থা ও ক্রেডাইয়ের বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে। সেই বৈঠকের পরামর্শ সরকারকে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় অ্যাকশনের জন্য। হাসপাতালে আহত এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি।' রাজভবনের তরফে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে নিহতদের পরিবারকে। রাজ্যপাল বোস বলেন, সোশ্যাল অডিট এসব বন্ধ করতে পারে।প্রসঙ্গত, রবিবার গভীর রাতে গার্ডেনরিচে একটি নির্মাণ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এখনও অবধি ৮ জনের মৃত্যুর কথা সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। তবে সে সংখ্যা যে বাড়বে, তেমনটাই স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে এদিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'আমি অত্যন্ত খুশি মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। রাজ্য সরকার ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। রাজ্য সরকারের উচিৎ শহরের বেআইনি বাড়ি অবিলম্বে চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। এর পিছনে যারা রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে রাজভবন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।'

পুরসভার ৩ ইঞ্জিনিয়ারকে শো-কজ, ধৃত প্রোমোটারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচে বিপর্যয়ের ঘটনায় প্রোমোটার ও অন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে (সুয়ো মোটো) মামলা দায়ের করল কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুরসভাও শো-কজ করেছে তিন ইঞ্জিনিয়ারকে। এ কথা জানিয়েছেন খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ জানিয়েছেন, ওই বরোর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে শো-কজ করা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থান জানাতে বলা হয়েছে তাঁদের। সময়ের মধ্যে তাঁরা যদি সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারেন, তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে খবর পুরসভা সূত্রে। সূত্রের বক্তব্য, কোন ওয়ার্ডে কত বেআইনি বাড়ি আছে, তা চিহ্নিত করা তাঁদের দায়িত্ব ছিল। সেই কাজে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। দায়িত্ব পালন করেননি। ফিরহাদ বলেন, 'বাড়িটা উঠল কী করে? আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি। টক টু মেয়রেও বলেছি। বেআইনি নির্মাণের শুরুতেই ধরব। বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে, মানুষ সেখানে থাকতে শুরু করলে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এ সব কেন হবে? শুরুতেই আটকে দিলে তো এ সব ঘটে না।' যদিও তিন আধিকারিক ঘনিষ্ঠ মহলে দাবি করেছেন যে, বাড়িটা অনেক ভিতরে ছিল। সেই কারণে তাঁদের নজর এড়িয়ে গিয়েছে।

'তৃণমূলের তৈরি বিপর্যয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুকুর বুজিয়ে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ। গার্ডেনরিচে নির্মীয়মাণ ইমারত ভেঙে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগের পাশাপাশি বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি ইস্যু করেই ফের বিরোধিতায় নেমেছে বিজেপি, সিপিএম। দুর্ঘটনার পর সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে দীর্ঘ পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সুস্পষ্ট অভিযোগ, এটা তৃণমূলের তৈরি বিপর্যয়। গার্ডেনরিচ এলাকায় এরকম বেআইনিভাবে জলাজমি ভরাট করে অন্তত ৮০০ টি বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। যার নেপথ্যে সরাসরি তিনি মেয়রকেই দায়ী করেছেন, যেহেতু এই এলাকা মের ফিরহাদ হাকিমের বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। পাশাপাশি শুভেন্দুর নিশানায় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শামস ইকবালও। তাঁদের গ্রেপ্তারির দাবি তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। গার্ডেনরিচের ফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনের দুর্ঘটনাকে 'তৃণমূলের তৈরি বিপর্যয়' বলে উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, শামস ইকবাল প্রায় ৯৮ শতাংশ ভোটে জিতে দুর্ঘটনাদগ্রস্ত এলাকা অর্থাৎ কলকাতা পুরসভার ১৩৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হয়েছেন। অথচ এলাকাবাসীর সুরক্ষা দিতে ডাহা ব্যর্থ তিনি। কারণ, বেআইনি নির্মাণে জড়িত প্রোমোটাররা সকলে তাঁরই ঘনিষ্ঠ। সেইসঙ্গে বিরোধী দলনেতার আরও বক্তব্য, লাল রঙের যে কোটি টাকার গাড়ি চড়েন শামস ইকবাল, তারই নিচে এখনও চাপা পড়ে রয়েছেন বসতির মানুষজন।

বেআইনি নির্মাণ 'সমূলে বিনাশের' নির্দেশ ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গার্ডেনরিচে বিপর্যয়ের ঘটনার পর বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। পুরসভা সূত্রে খবর, পুর এলাকার কোথায় কোথায় বেআইনি নির্মাণ রয়েছে, তার তালিকা প্রস্তুত করে তা ভাঙার নির্দেশও দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি, ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বহুতল বাড়িটি ভেঙে পড়ল কেন, তারও কারণ খুঁজে বার করা হয়েছে বলে খবর পুরসভা সূত্রে। পুরসভা সূত্রে খবর, বাড়িটি কত দিন ধরে তৈরি হচ্ছিল, কত তলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, সেই সব নথি বার করে দেখা হচ্ছে। আপাতত পুরসভার অভ্যন্তরীণ তদন্তে উঠে এসেছে যে, বাড়িটি যে সব সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি হচ্ছিল, তা অত্যন্ত নিম্নমানের। কম দামি রড, বালি, সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছিল বাড়িটি তৈরিতে। সোমবার বিকেলে ডিজি বিল্ডিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে করেছেন মেয়র ফিরহাদ। পুরসভা সূত্রে খবর, সেই বৈঠকে তিনি সার্কুলার জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন। সতর্ক করা হয়েছে পুর আধিকারিকদের। সূত্রে খবর, তাঁদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে পৌঁছে সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যেই এলাকা পরিদর্শনে বেরোতে বলা হয়েছে। তাঁরা যে সব এলাকার দায়িত্বে রয়েছেন, সেই সব এলাকায় ঘুরে ঘুরে বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। দিনের দিনই রিপোর্ট তৈরি করে পরের দিনই বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করতে হবে বলে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুর আধিকারিকদের। কড়া নির্দেশ, কোনও রকম অজুহাত চলবে না। বেআইনি নির্মাণ সমূলে বিনাশ করতে হবে। ভিত তৈরির সময়েই তা ভেঙে ফেলতে হবে বলে নির্দেশ গিয়েছে পুর আধিকারিকদের কাছে।

রাজ্যের নতুন ডিজির দায়িত্বে বিবেক সহায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে বিকল্প তিনটি নাম চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সোমবার বিকেল ৫টার মধ্যে সেই প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কমিশনের তরফে। সেই সময়সীমা মেনেই রাজীবের জায়গায় ডিজি পদে তিনটি নাম জমা দেওয়া হয় রাজ্যের তরফে। সেই তালিকার প্রথম নাম বিবেক সহায়কে রাজ্যের পরবর্তী ডিজির দায়িত্ব দিল কমিশন। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে ভোটপ্রচারে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন ১৯৮৮ ব্যাচের আইপিএস অফিসার বিবেক। গত নভেম্বরে তাঁকে ডিজি (হোমগার্ড) পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশের পরবর্তী ডিজি হিসাবে সরকারের তরফে বিবেকের পাশাপাশি আরও দুই সিনিয়র আইপিএস অফিসার, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং রাজেশ কুমারের নাম পাঠানো হয়েছিল কমিশনে। সঞ্জয় এখন রাজ্য দমকল বিভাগের ডিজি। রাজেশ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রধান। প্রসঙ্গত, শনিবার লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পাশাপাশি দেশ জুড়ে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি জারি করার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, আইএএস আধিকারিক রাজীব কুমার। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পদক্ষেপ করা হল আইপিএস আধিকারিক রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে। রাজীবকে সোমবার ফেরত পাঠানো হয়েছে রাজ্যের ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদে। প্রসঙ্গত,২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও রাজীবকে তদানীন্তন পদ থেকে সরানো হয়েছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট ঘোষণার পর রাজীবকে ডেপুটেশনে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী কালে রাজীব দীর্ঘ দিন ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব।

বিজেপি ১০ পয়সারও হিসাব দিলে রাজনীতি করব না: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের সভামঞ্চ থেকে এবার সরাসরি বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন অভিষেক। ১০ পয়সার হিসাব দিলে রাজনীতি করবেন না বলেই দাবি তাঁর। লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিকে চাপে ফেলতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকেই হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান অভিষেক। এমনকী, 'ওয়ান টু ওয়ান' তর্ক যুদ্ধে হিসাব দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তৃণমূল নেতা। ওইদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে রাজ্য বিজেপি। এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিজ্ঞাপন পোস্ট করে গেরুয়া শিবির। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তর্কযুদ্ধে বসার জন্য সুবিধামতো স্থান ও সময় জানানোর কথা বলা হয়। বিজেপি যুব মোর্চার কোনও এক কর্মী বিতর্কে যোগ দেবেন বলেই উল্লেখ করা হয়। ওই বিজ্ঞাপন-সহ বিজেপির পোস্টটি রিপোস্ট করেন অভিষেক। বৃহস্পতিবার বিকেলে ময়নাগুড়ির টাউন ক্লাবের মাঠে দেখা করার কথা বলেন তিনি। তবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পরেও ময়নাগুড়ির সভায় বিজেপি প্রতিনিধি আসেননি। তার পর থেকে কেটে গিয়েছে ৯৬ ঘণ্টা। তা সত্ত্বেও অভিষেকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি গেরুয়া শিবিরের কেউ। সোমবার গঙ্গারামপুরের নির্বাচনী প্রচার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে সরাসরি সুকান্ত মজুমদারকে বিঁধলেন অভিষেক। অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সংক্রান্ত শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানান। তর্কযুদ্ধে বসার দাবিও করেন অভিষেক। বিজেপি হিসেবনিকেশ দিতে পারলে 'রাজনীতির আঙিনায় আর পা রাখবেন না' বলেও চ্যালেঞ্জ করেন। বলে রাখা ভালো, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রটি গতবার হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। ভোটে জেতে বিজেপির সুকান্ত মজুমদার। ভোট পাওয়ার পরেও সুকান্ত কোনও কাজ করেননি অথচ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বরাদ্দ তিনিই বন্ধ করেছেন বলেই বিস্ফোরক দাবি অভিষেকের। তিনি বলেন, 'যাঁকে ভোট দিয়ে জেতালেন, তিনি বলছেন বাংলার টাকা আটকে রাখো। তাঁকে কি ভোট দেবেন? এই কেন্দ্রের সাংসদ বলেছিলেন, আমি একটা ফোন করব আর টাকা চলে আসবে। তা হলে বুঝতে পারছেন, আপনাদের টাকা কে আটকে রেখেছে?' যদিও অভিষেকের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি।

৬ রাজ্যে স্বরাষ্ট্রসচিব বদল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের পাশাপাশি ছ'টি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকেও লোকসভা ভোটের আগে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানাচ্ছে, সেই তালিকায় রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্য গুজরাত এবং যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। মোদি উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর সাংসদ। ঘটনাচক্রে যে ছ'টি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে সরানো হয়েছে, তা মধ্যে চারটিতে ক্ষমতায় বিজেপি এবং তার জোটসঙ্গীরা। নির্বাচন কমিশনের সূত্র উদ্ধৃত করে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে অপসারণের আদেশ জারি করা হয়েছে।

ডেডলাইন শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: সুপ্রিম কোর্ট জানাল আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যেই বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জমা দিতে হবে এসবিআইকে। নির্বাচনী বন্ড নিয়ে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছে এসবিআই, এই মর্মে একটি মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়। সেখানেই চন্দ্রচূড় সাফ জানিয়ে দেন, 'এসবিআইয়ের কাছে ইলেকটোরাল বন্ড সংক্রান্ত যা তথ্য রয়েছে সেটা পুরোটাই প্রকাশ করতে হবে। ব্যাংক যেভাবে তথ্য প্রকাশ করছে, সেই আচরণও খুবই আপত্তিকর। তারা ভাবছে শীর্ষ আদালত যে কয়েকটা তথ্যের বিষয়ে উল্লেখ করছে সেটুকুই প্রকাশ করতে হবে। বিষয়টা মোটেও তা নয়। সমস্ত তথ্য যখন চাওয়া হয়েছে তাহলে সম্পূর্ণ তথ্যই দিতে হবে এসবিআইকে'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ১৪৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Tapas Kumar Bandyopadhyay & T. K. Bandyopadhyay ও আমার পিতা Ajit Kumar Banerjee, Ajit Kumar Bandyopadhyay & A. K. Bandyopadhyay সাং গুরুসদয় দত্ত লেন, সত্যপীরতলা তেমাথা, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৫১ নং এফিডেভিট বলে Gautam Kumar Mondal S/o. Madan Mohan Mondal ও Goutam Kr. Mondal S/o. M. M. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৪/২২ S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Kanchan Mehra (old name) D/o. Vishwanath Mehra, W/o. Sk Monsur Ali R/o. Sujan Bagan, Near Sister Nivedita School, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kanchan Ali Mehra (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Kanchan Mehra ও Kanchan Ali Mehra D/o. Vishwanath Mehra, W/o. Sk Monsur Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে Tapas Chattopadhyay S/o. Sachindranath Chattopadhyay ও Tapas Chatterjee S/o. S. N. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮২৩ নং এফিডেভিট বলে Chandi Charan Sadhukhan S/o. Sannyasi Charan Sadhukhan ও Chandi Sadhukhan S/o. S. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৯২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Samarendra Chattopadhyay ও Samar Chatterjee S/o. Gopi Raman Chattopadhyay সাং কেওটা মুখার্জী বাগান, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার নাম আমার LIC Bond vide Policy No. 487720503, Chinsurah, Branch, এ Samar Chatterjee লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১৪/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮২৫ নং এফিডেভিট বলে Kalyan Chakraborty S/o. Kripasindhu Chakraborty ও Kolyan Chakroborty S/o. Kripasindhu Chakroborty, K. S. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sujit Kumar Ghosh, পিতা- চিন্তাহরণ ঘোষ, সাং চাঁদসড়কপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-5120000119368 নাম Sujit Ghosh ও ঠিকানায় চাঁদসড়ক-এর স্থলে বাঘাডাঙ্গা হইয়াছে। ৮-৮-২০২২ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Sujit Kumar Ghosh ও Sujit Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, সৌমেনরাম রামানুজ দাস মহন্ত, সাং-নয়াগঞ্জ, পো + থানা-চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয় তাহার নিম্ন তপশীল সম্পত্তি শ্রীধর ঘোষাল, পিতা- সমতুল ঘোষাল সাং- পাইকমাজিটা বগছড়ি, পোঃ + থানা- চন্দ্রকোনা, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর মহাশয়কে আমমোক্তার নামা যাহার নং- ১৮০০/২০২৩, তাং- ১২/০৪/২০২৩ ডি.এস. আর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর মূলে হস্তান্তর করার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।
তাহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র নোটীশের ৭ দিনের মধ্যে বি.এল.এল. আর ও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

তপশীল

মৌজা-সাতবাঁকুড়া জে. এল.-৬৭৩, খতিয়ান-১৩১৪ দাগ নং-১৯, পরিমান- ৮৮ ডেঃ।

নোটীশ

দরখাস্তকারীঃ- ১) মুসুই সরেন, পিতা- ৺ রুবো সরেন, ২) ভরত সরেন, পিতা- ৺ রুবো সরেন, উভয়ের সাং- চাঁপাহাটি, পোঃ-সিমলাগড়, থানা- পাণ্ডুয়া,জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৫। ৩) পার্ব্বতী হেমব্রম, পিতা- ৺ রুবো সরেন, সাং- বেলুন, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলী, ৪) সাবিত্রী মান্ডি, পিতা- ৺ রুবো সরেন, সাকিম গোলাগড়, থানা-পাণ্ডুয়া, জেলা-হুগলী।
উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ সর্ব সাধারণকে অবগত করাইতেছেন যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দরখাস্তকারীগণের পূর্ব্বাধিকারী রুবো সরেন মহাশয় এর থাকে। উক্ত রুবো সরেন পরলোক গমন করিলে উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ রুবো সরেন এর ওয়ারিশান সূত্রে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলে কায়েম রহিয়াছেন ও আছেন। এক্ষনে উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণের নগদ অর্থের প্রয়োজনে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কথা ঘোষণা করিলে অরূপ ঘোষ, পিতা- শ্রী তপন কুমার ঘোষ, সাং- তালবোনা, থানা- পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী। পিন নং- ৭১২১৩৪ মহাশয় বর্তমান বাজার মূল্য- ১৫.০০,০০০ পনেরো লক্ষ টাকায় খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমরা দরখাস্তকারীগণ তাহাতে সম্মত হই। নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বা কোন আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তগণের কোন আপত্তি থাকিলে বা কেউ খরিদ করিতে ইচ্ছুক থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ সাত দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত মোবাইলে নম্বরে বা দরখাস্তকারীগণের সহিত যোগাযোগ করিবেন।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা- পাণ্ডুয়া, সিমলাগড়- ভিটাসিন গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত, জে.এল. নং- ৫৩, গোয়াড়া মৌজায় হাল এল.আর-১১০১ (রুবো সরেন) নম্বর খতিয়ান ভুক্ত হাল এল.আর-১৮৫৩ নম্বর দাগে শালি জমি ১্ ষোল আনায়- ১০ (দশ) শতক।

যোগাযোগের মোবাইল নম্বর
মুসুই সরেন
৭০৬৩৩৩৯১০৩
তন্ময় মুখার্জী
উকিলবাবু
জেলা জজ আদালত, হুগলী

CHANGE OF NAME

I, MAHAMAYA MODAK daughter of Baybhushan Mondal, residing at Vill- Digra, Dighirpara Bazar, South 24 Parganas, Pin-743503, West Bengal, India, do hereby declare that filed before the Ld. Metropolitan Magistrate dated 06.03.2024 and serial no 3062 that in my UTI mutual Fund and other some certificates name is wrongly recorded as MAYA MODAK in the place of MAHAMAYA MODAK. My actual and correct name is MAHAMAYA MODAK. MAHAMAYA MODAK and MAYA MODAK is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD. HALIM S/O Late Gulam Rasul residing at H/No. 27, Goala Para, BL. No. 13, P.O.- Kankinara, District- North 24 Parganas do hereby declare vide affidavit filed before the notary, Barrackpore court dated 11.03.2024 that my actual and correct name is MD. HALIM S/O Late Gulam Rasul and it is mentioned in my Aadhar and ESI cards but inadvertently my name has been recorded as ZAMALUDDIN MD. in my Voter Card. MD. HALIM and ZAMALUDDIN MD. is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MAROOFA TABASSUM W/O Mohammad Fahim @ Md. Fahim, D/O Shamsul Haque resident of 19/20, New Meredith Street, P.S. - Bowbazar, Kolkata- 700072 hereby declare vide affidavit No. 17555 filed before the Learned 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 15.03.2024 that the spelling of my husband's name is MOHAMMAD FAHIM and it is recorded in the marriage certificate issued by the Muslim Marriage Registrar but his name is recorded as MD. FAHIM in his passport. MOHAMMAD FAHIM and MD. FAHIM is the same and one identical person.

নোটীশ

মহামান্য ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট মহাশয়ের আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী
রেফা- এ্যাক্ট ৩৯ নং ২৬/২০২৩

ইন্দু দেবী, স্বামী-প্রয়াত ঐকিন্দ্র মাহাতো, সাকিম-ওল্ড লাইন, কোয়াটার নং-৮২২, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা-মগরা, মিল মজদুর কলোনী, জেলা-হুগলী।

...দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অধুনা মৃত ঐকিন্দ্র মাহাতো, পিতা-সত্যনারায়ন মাহাতো-র ত্যক্ত নিম্ন তপশীল বর্নিত সার্ভিস বেনিফিট পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে দরখাস্তকারিনী উপরোক্ত নং সাকসেশান মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা লইয়া যদি কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিল বাবু দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা অত্র আদালত কর্তৃক উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী করা হইবে।

তপশীল

1. Provident Fund : Rs. 42,762/- (Forty Two Thousand Seven Hundred Sixty Two) Only.
2. Gratuity Rs.
3. Leave Encashment benefit
4. Monthly family pension Benefit
5. Any other benefit or dues arises out of the service of deceased Okindra Mahato Code No. 09761.

নিযুক্তীয় উকিলবাবু
মহঃ রুস্তম আলি
উকিলবাবু
মোবাইল নং-৯০৩৮৬৪৭৩৯৫

আদেশানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট মহাশয়ের আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৯ শে মার্চ, ৫ ই চৈত্র মঙ্গলবার। দশমী তিথি । জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

স্বাস্থ্য প্রকল্পে সুবিধা দিতে অনলাইনে নাম নথিভুক্তিকরণের সময়সীমা বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশন প্রাপকদের স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা দিতে অনলাইনে নাম নথিভুক্তির সময়সীমা বাড়ানো হল। আগে এই সময় সীমা ছিল ৩১ জানুয়ারি। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১লা এপ্রিল থেকে আরেকদফা নাম নথিভুক্ত করণের সুযোগ মিলবে বলে রাজ্যের অর্থ দপ্তর নির্দেশিকা জারি করেছে। সেই নির্দেশিকায় অর্থদপ্তর জানিয়েছে, এখনও অনেক কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মী আবেদন করে উঠতে পারেননি। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১ এপ্রিল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত নাম নথিভবুক্তিকরণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হবে।

সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প থেকে যাঁরা পরবর্তীকালে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নতুন করে অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করার জন্যও ১ এপ্রিল থেকে ২০২৫-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত না-থাকলে মাসিক বেতন বা পেনশনের সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে চিকিৎসা ভাতা পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য প্রকল্পে নথিভুক্ত কর্মীদের মধ্যে যাঁদের কাছে ম্যানুয়াল কার্ড আছে, তাঁদের নাম অনলাইনে ফের নথিভুক্ত করে ডিজিটাল সার্টিফিকেট নিতে বলা হয়েছে। এজন্য আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল সার্টিফিকেটে ওই সময়ের মধ্যে আধার নম্বরও দিতে হবে। এটা করতে হবে সরকারি কর্মী ও পেনশন প্রাপকদের নথিভুক্ত পরিবারের সদস্যদের। স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের এখন চিকিৎসা খরচের বিল অনলাইনে পেশ করতে হয়। কিন্তু অনলাইনে নথিভুক্ত নন এমন অনেক সুবিধা প্রাপক ম্যানুয়াল বিল পেশ করেছেন। সেগুলির নিষ্পত্তির সময়সীমা আগামী বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে ২০২২ সালের ১ জুলাইয়ের আগে চিকিৎসা হলে তবেই এক্ষেত্রে আবেদন করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

বাংলা-বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে কী ভাবে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, সোমবারের বালুরঘাটের জনগর্জন সভা থেকে সেই বার্তাই দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচনী বন্ড মামলায় এসবিআই প্রেসিডেন্টকে কড়া বার্তা প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় উত্তপ্ত পরিস্থিতি সুপ্রিম কোর্টে। কড়া বাক্য বিনিময় হল প্রবীণ আইনজীবী তথা শীর্ষ আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আদিশ আগরওয়াল এবং প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের মধ্যে। উল্লেখ্য, নির্বাচনী বন্ড মামলায় এসবিআই-কে তথ্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ্যেও আসছে। বিচারপতির বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ওই রায়ের পুনর্বিবেচনার দাবি করেন বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট।

শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনি একজন প্রবীণ আইনজীবী ছাড়াও এসবিআই-এর সভাপতি। আপনি আমার বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহারের দাবি জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। গোটা বিষয়টি প্রচার সর্বস্ব। আমরা এর মধ্যে ঢুকব না। আমাকে এর বেশি বলতে বাধ্য করবেন না। তা সকলের জন্যই অস্বস্তিকর হতে পারে।' সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতাও এসবিআই-এর সভাপতির সঙ্গে একমত হননি। তিনি বলেন, 'আমরা এই বিষয়টিকে সমর্থন করি না।'

এর আগে ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে সুপ্রিম রায়ের পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখেছিলেন আদিশ আগরওয়াল। সেখানে রায় কার্যকর হওয়ার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ চান তিনি। পুনরায় শুনানি না হওয়া পর্যন্ত রায় যাতে কার্যকর না হয়, সেই অনুরোধও করেছিলেন। যদিও তাতে কাজ হয়নি। প্রকাশ্যে এসেছে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির বিপুল আয়। স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে ধনী রাজনৈতিক দল শাসক বিজেপি। অনেকটা পিছনে কংগ্রেস এবং তৃণমূল।

নয়া আকর্ষণ নদীর তলা দিয়ে হাওড়া-কলকাতা মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৫ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে গ্রিন লাইনে হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড লাইনের বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবা। আর মেট্রো এই যোগসূত্র তৈরি করেছে হুগলি নদী দুপাশে পৃথক দুটি শহর কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে। আর নদীর তলা দিয়ে এই নয়া যোগসূত্র এক নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠেছে সবার কাছেই। এদিকে মেট্রোর এই পরিষেবা নজর কাড়ছে এই দুই শহর সহ আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদেরও। কারণ, মেট্রোর এই পরিষেবা মিলছে সোমবার থেকে শনিবার। আর এই পরিষেবার সবথেকে সুবিধাজনক দিকগুলো হল সস্তা, দ্রুত, আরামদায়ক এবং যানজট বিহীন এক যাত্রা। এর ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবে আরও বেশি যাত্রী অন্যান্য যে কোনও পরিবহণের থেকে মেট্রোকেই বেশি পছন্দ করছে বলে মনে করছে কলকাতা মেট্রো।

আর সেই কারণেই প্রথম দিন থেকে মেট্রো কর্তৃপক্ষ চারটি স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী মোতায়েন করেছে। শুধু তাই নয়, ব্যবস্থা রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড টিকিটেরও। যার সাহায্যে যাত্রীরা দক্ষিণেশ্বর, কবি সুভাষ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত অনায়াসে চলে যেতে পারেন। তবে বর্তমানে এসব টিকিট কাউন্টার থেকে বিক্রি হচ্ছে। প্রতিটি স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক টিকিট কাউন্টার খোলা হয়েছে। এছাড়াও সমস্ত স্টেশনে স্থাপন করা এএসসিআরএম মেশিন থেকে টোকেন এবং স্মার্ট কার্ডও বিক্রি করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি যাত্রীদের সহায়তা করার জন্য টিকিট স্টেশনের কর্মীরা করিডরের সব স্টেশনে নিয়মিত তাদের গাইড করে চলেছেন। এছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইনবোর্ড, স্ট্যান্ডি

বসানো হয়েছে এবং নিয়মিত বিরতিতে ঘোষণা করা হচ্ছে যাতে মেট্রো প্রাঙ্গনে সমস্ত সুবিধা পেতে যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন।

এর পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, অরেঞ্জ লাইনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড টিকিট পাওয়া যাবে বিকেল সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। আর এই লাইনের শেষ পরিষেবা রয়েছে বিকেল ৪টে ৪০ পর্যন্ত।

মোটরম্যানের তৎপরতায় প্রাণ বাঁচল এক প্রৌঢ়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মোটরম্যানের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচালেন এক প্রৌঢ়। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, এদিন ব্লু লাইনের ডাউন প্ল্যাটফর্মে আত্মহননের জন্য চলন্ত মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন ওই প্রৌঢ়। তবে মোটরম্যান তৎপর থাকায় ঘটনাটি নজরে আসে তাঁর। দ্রুত মেট্রোটিকে থামান ওই মোটরম্যান। এই ঘটনায় সামান্য আঘাত পেয়েছেন ওই প্রৌঢ়। ট্র্যাক থেকে উদ্ধার করে দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় স্টেশন সুপারিনটেড্যান্টের ঘরে।সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পরই বেলা ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ তাঁকে পাঠানো হয় বাঙ্গুর হাসাপাতালে। এরই পাশাপাশি এই ঘটনা জানানো হয় রিজেন্ট পার্ক পুলিশ স্টেশনেও।

নির্বাচনী প্রচারে প্রসূনের টিকিটের টোপ! শাসক দলে বিতর্ক, কটাক্ষ বিজেপির

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: রাজ্যজুড়ে বিতর্ক কিছুতেই আর শাসক দলের পিছু ছাড়ছে না। লোকসভা নির্বাচনের আগে হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের কংগ্রেসের মধ্যে ফের নতুন করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। আর যা নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়ে গেছে। রবিবার উত্তর হাওড়ার সালকিয়া এলাকায় বসন্ত উৎসবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে প্রসূন প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক অশোক ঘোষের মেয়ে সুজাতা দত্তকে দেখিয়ে বলেন, 'ও ভালো করে কাজ করছে। ও কাউন্সিলর দিয়ে শুরু করবে তারপর এমএলএ হবে। ভগবান আছে।' আর এরপরই এই বক্তব্যের ছবি ভাইরাল হতে শুরু করে জেলাজুড়ে। সোমবার সকালে হাওড়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর কাছে বিষয়টি জানান । আর তারপরই উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি অভিযোগ করেন সেভাবে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে একজনকে কাউন্সিলর অথবা বিধায়কের হওয়ার রাজনৈতিক টোপ

দিচ্ছেন তা ঠিক নয়। প্রয়োজনে ভোটের পর দলের মধ্যে সুজাতা দত্তের নাম কাউন্সিলরের টিকিটের জন্য প্রস্তাব দিতে পারতেন। তা না করে প্রকাশ্যে এভাবে বলায় দলীয় কর্মীরা মানসিকভাবে আহত হয়েছেন। তিনি ১০ শতাংশ কর্মীকে খুশি করতে গিয়ে ৯০ শতাংশ কর্মী যদি ভোটে বসে যায়, তাহলে কী হবে ? যদিও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের লোকসভাতে তৃণমূলের প্রার্থী করা নিয়ে দলের ভিতরেই অসন্তোষ রয়েছে। প্রসূন বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন দলের একাধিক প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। আর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত হচ্ছে প্রকাশ্যেই। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দিষ্ট নাম নিয়ে প্রসূনের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় তিন বারের সাংসদ এবং এবারে চতুর্থ বারের জন্য হাওড়া সদর কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে কটাক্ষ করে গৌতমবাবু বলেন, 'কে অর্জুন কে কৃষ্ণ পুরস্কার পেল সেটা ফ্যাক্টর নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিগেড সমাবেশে প্রসূনবাবুর নাম ঘোষণা করতেই আমরা তার জন্য প্রচার শুরু করেছি। তাঁকে জেতানোর চেষ্টা করব।'

যদিও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য নিয়ে তোপ দেগেছেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। সোমবার তিনি বলেন, ' প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া সদর থেকে তিন বার সাংসদ হওয়া সত্বেও মানুষের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি। তাই তিনি এখন প্রকাশ্যে কাউন্সিলর করে দেব, এমএলএ করে দেব এইসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ভোটের সময় সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে নিজের দলের কর্মীদের নানা ধরনের টোপ দিচ্ছেন। এটা তৃণমূল কংগ্রেসে সম্ভব। এবার মানুষ আর এসব বরদাস্ত করবে না। বিজেপি এখানে জিতবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৯ মার্চ ২০২৪ ৫ চৈত্র ১৪৩০ মঙ্গলবার

দুধ ব্যবসায়ী থেকে প্রোমোটার

ধৃত মহম্মদের উত্থান ঝড়ের গতিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একসময়ের দুধ ব্যবসায়ী এখন কলকাতার শুধু নামী নয় প্রভাবশালী প্রোমোটার। ঝড়ের গতিতে উত্থান। কিন্তু উত্থান যদি বেআইনিভাবে হয় তাহলে দ্রুত হোক বা দেরিতে, পতন অনিবার্য।

গার্ডেনরিচের নির্মীয়মাণ বেআইনি বহুতল ভেঙে ৮ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া প্রোমোটার মহম্মদ ওয়াসিমের জীবনও ঠিক এমনটাই। ক্ষমতার জোরে অনুমোদনহীন বহুতল দাঁড় করিয়ে দেওয়ার খেসারত তাঁকে দিতে হচ্ছে। সোমবার এলাকা থেকেই কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখার আধিকারিকরা গ্রেপ্তার করেন ওয়াসিমকে। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়েছে।

বছর চল্লিশের মহম্মদ ওয়াসিম গার্ডেনরিচ এলাকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রোমোটার শুধু নন, সূত্রের খবর এলাকার যে কোনও বাড়ি কেনাবেচার দালাল হিসেবে পয়লা নম্বরে নাম তাঁর। ছোট হোক কি বড়, গার্ডেনরিচ এলাকার একটি বাড়িও বিক্রি হত না ওয়াসিমের সম্মতি ছাড়া। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকেই মোটা অঙ্কের কমিশন আদায় করে তবেই সেই বাড়ির হাতবদল হবে। গত প্রায় ১০ বছর ধরে ওয়াসিমের তৈরি এই 'নিয়ম'-এর কোনও ব্যতিক্রম নেই। আদতে রাজাবাজারের বাসিন্দা ওয়াসিম একসময়ে দুধ সরবরাহের কাজ করত। তারপর পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে যুক্ত হয় নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবসা। গার্ডেনরিচ এলাকার বাসিন্দা ফিরোজ নামে এক যুবকের সঙ্গে মিলে এই কাজ শুরু করে ওয়াসিম। তার পর একেবারে আলোর গতিতে উত্থান ঘটে তার। শেয়ার বাজারে ব্যবসা করে। স্ত্রীর নামে জামাকাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে ওয়াসিম কলকাতা পুরসভার ১৩৪ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শামস ইকবালের ব্যবসা সামলায়। জানা যাচ্ছে, জে ৫১৩/৫, ফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনের নির্মীয়মাণ বহুতলটি অনুমোদন ছাড়া স্রেফ ক্ষমতার জোরে বানাতে শুরু করে ওয়াসিম। রবিবার মাঝরাতে সেখানেই নেমে এল বিপর্যয়। বহুতল হুড়মুড়িয়ে পড়ে পাশের বসতিতে। এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির সংখ্যা ৮। উদ্ধারকাজ চলছে এখনও।

এসবের পরও নিজের বিপদ টের পায়নি ওয়াসিম। এলাকাতেই ছিল। কিন্তু সাতজনের প্রাণহানির নেপথ্যে যার বেআইনি কাজ দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে, সেই ওয়াসিমকে পুলিশ এলাকা থেকেই গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে শোনা গিয়েছে, আগেও ৫ বছর কারাবাস ভোগ করেছে সে। এদিন সকালেই গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। সাফ জানিয়েছেন, দবেআইনি নির্মাণে যে বা যারা দোষী, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বলব াদ এর পরই পুলিশ তড়িঘড়ি ওয়াসিমকে গ্রেপ্তার করে। প্রোমোটিং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বাকিদেরও খোঁজ চলছে।

গার্ডেনরিচের ঘটনায় বামেদের দিকে আঙুল, তরজা বাম-শাসক শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচে পাঁচ তলা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে কীভাবে পুরসভা-প্রশাসনের নাকের ডগায় বেআইনি নির্মাণ হল। সোমবার সন্ধে পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বলছে বহুতল ভেঙে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অনেকে। ভেঙে পড়া বহুতল নির্মাণ যে আইন মেনে হয়নি তা স্পষ্ট করেছেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

তবে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বামেদের দিকেই আঙুল তুলেছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। নির্মাণ যে বেআইনিভাবে চলছিল সে কথা পরোক্ষে মেনে নিলেও ফিরহাদের দাবি, বাম আমল থেকেই ওই সব এলাকায় বেআইনি নির্মাণ চলছে। এই অভিযোগ শুনেই সরব হন বাম নেতা তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। প্রায় ১৪ বছর ধরে কলকাতা

পুরনিগমের ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল কেন কোনও ব্যবস্থা নিল না সেই প্রশ্নই তুলেছেন বিকাশ। তাঁর দাবি, এভাবে বামেদের দিকে দায় ঠেলে দেওয়া তৃণমূলের একটা স্বভাব।

এই প্রসঙ্গে বিকাশ বলেন, 'যদি ধরেও নিই যে বাম আমলের ঘটনা, তাহলেও বিগত ১৪ বছর ধরে তো ট্যাক্স নিয়েছে তৃণমূল। নিশ্চয় ইন্সপেকশন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন প্রশ্ন তোলেন, ১৪ বছর ধরে কি ঘুমোচ্ছিল পুরসভা? নাকি টাকা আদায়ের জন্য মেয়র আর প্রাক্তন মেয়র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।' এই প্রসঙ্গে বিকাশরঞ্জন এও দাবি করেন, শাসক নেতারা এই নির্মাণ থেকে তোলা তুলছিলেন। সে কারণেই আজ এই অবস্থা। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'এমন রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন মানুষদের প্রশাসনে থাকার কোনও অধিকার নেই। এরা দায়িত্বজ্ঞানহীন। এই ধরনের রাজনৈতিক নেতাদের বুদ্ধি কবে হবে?'

প্রাক্তন মেয়র বিকাশের আর অভিযোগ, শুধু গার্ডেনরিচ নয়, রাজ্য জুড়েই বেআইনি নির্মাণ এবং পুকুর ভরাট চলছে। বিকাশরঞ্জনের প্রশ্ন, মাত্র চার মাস আগে বিল্ডিং তৈরি হয়ে থাকলে বামেরা কেন দায়ী তা নিয়েও। বিকাশের দাবি, পুরমন্ত্রীর উচিত পদত্যাগ করা ও দায় স্বীকার করা।

উল্লেখ্য, রবিবার মধ্যরাতে গার্ডেনরিচ এলাকায় ঝুপড়ির ওপর ভেঙে পড়েছে ৫ তলা বাড়ির একটি অংশ। সোমবার পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে, আরও অনেকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

'ফাসা হুয়া হ্যায়, মুঝে নিকালো', শেরু নিজামিকে খুঁজছেন সকলেই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'ফাসা হুয়া হ্যায়, মুঝে নিকালো।' ফোনে এটুকুই বলতে পেরেছিলেন গার্ডেনরিচের বাসিন্দা ব্যবসায়ী শেরু নিজামি। তারপর ২৪ ঘণ্টা কাটতে চললেও শেরুর খোঁজ মেলেনি।

রবিবার সন্তে হলেই আড্ডা বসত গার্ডেনরিচের গুফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনের বহুতলের দোতলায়। যে বহুতল ভেঙে এখন সংবাদের শিরোনামে এসে গিয়েছে গার্ডেন রিচ। ৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত অনেকে।

সেই বহুতলে অন্যান রবিবারের মতোই আড্ডা বসেছিল। ছুটির দিন রাত ১২টাও বেজে যেত আড্ডা-গল্প করতে করতে। কখনও খাওয়া-দাওয়া চলত। ১৭ মার্চ রবিবারও গার্ডেনরিচের গুফতেপুর ব্যানার্জি বাগান লেনের অভিশপ্ত বহুতলের দোতলায় সেই আড্ডা চলছিল। আচমকাই রাত ১১টা ৫০ নাগাদ নির্মীয়মাণ বহুতলটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে । নীচে অনেকের সঙ্গে আটকে পড়েন এলাকার ব্যবসায়ী শেরু নিজামি। আত্মীয়, বন্ধু থেকে শুরু করে উদ্ধারকারী দল, সকলে মিলে সোমবার দিনভর ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বেড়িয়েছে শেরুকে।

জানা গিয়েছে, শেরু বুঝতে পারেন, তিনি ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়, বন্ধুদের ফোন করে ভয়ার্ত গলায় বলেন, 'ফাসা হুয়া হ্যায়, মুঝে নিকালো।' তারপর আর কোনও বার্তা আসেনি। সবাই মিলে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে নামা হয়। রাতে আসে এনডিআরএফ-এর দল পৌঁছয়। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের কোন খানে শেরু, সেটাই বুঝতে পারছেন না কেউ।

সূত্রের খবর, সোমবার বিকেল পর্যন্ত চার থেকে পাঁচ জনকে উদ্ধার করা যায়নি। তার মধ্যে একজন শেরু নিজামি। তাঁদের জল, অক্সিজেন সরবরাহ করা হচ্ছে। এলাকার মেহতাব আলম বলছেন, 'মহল্লার বাসিন্দা শেরু। এমনিতে ব্যবসায়ী। কিন্তু এলাকায় সেবামূলক কাজ করেন। তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

এদিকে শেরুদের উদ্ধার করতে গিয়েই নিজে জখম হয়ে হাসপাতালের বিছানায় এলাকার যুবক মহম্মদ জানু। পেশায় রিকশাওয়ালা জানু রাতেও বাইরে ঘোরাঘুরি করছিলেন। শব পেয়েই তিনি ছুটে যান ভেঙে পড়া নির্মীয়মাণ বহুতলের কাছে। হাত লাগান আটকে পড়া মানুষজনকে উদ্ধার করতে। কিন্তু তিনি পরোপকারী হলেও নিজে রক্ষা পেলেন না। মস্ত একটা চাঙড় ভেঙে পড়ল জানুর হাতের উপর। ডান হাতের হাড় ভেঙে চুরচুর প্রায়। এখন পাশের নার্সিংহোমে আইসিইউ-তে ভর্তি ওই যুবক। গার্ডেনরিচের এক বহুতল বিপর্যয় শুধু বসতিবাসীর টালির ছাদগুলোই কেড়ে নেয়নি, ভাসিয়ে দিয়েছে আরও অনেককেই।

সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলায় রেস্তোরাঁয় সিবিআই-এর অভিযান

ধৃতরা সকলেই কি দোষী! ঘটনার পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে ইডির উপরে হামলার ঘটনায় সাত জনকে গ্রেপ্তার জেলা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। তার মধ্যে কয়েকজনের পরিবার গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সোমবার তাদের মধ্যে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে মিনাখাঁ থানা এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে তদন্ত চালালেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সিবিআই সূত্রে দাবি, তাদের প্রথমে বেআইনিভাবে আটক করা হয়। পরে এই হোটেলে রাখে পুলিশ। পরে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। কবে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁদের, কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়, কোথায় রাখা হয়, দুই ধৃতকে নিয়ে এসে কার্যত তার পুনর্নির্মাণ করেন সিবিআই গোয়েন্দারা। পাশাপশি খতিয়ে দেখা হয় রেস্তোরাঁর সিসিটিভি ফুটেজ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালানো হয় সোমবার।

ইডির উপরে হামলার ঘটনার পর জেলা পুলিশ যে সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছিল তার মধ্যে কয়েকজনের পরিবারের অভিযোগ ছিল, বেআইনিভাবে গ্রেপ্তারি হয়েছে। সিবিআই তদন্তভার হাতে পাওয়ার পর দিন কয়েক আগেই ওই সাত জনকে একটি মামলায় নিজেদের হেপাজতে নেয়। এরপর শনি এবং রবিবার এই সাত জনের কয়েকজনের বাড়ি গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথাও বলে, বয়ান নেয় তদন্তকারীরা।

রবিবার বসিরহাট আদালতে সিবিআই আবেদন করেছিল, ধৃত সাত জনের মধ্যে কয়েকজনকে সিবিআইয়ের হাতে থাকা অন্য একটি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। সেই আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। তারপরই সোমবার তাদের মধ্যে দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে মিনাখাঁ থানা এলাকার বামুনপুকুর এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় নিয়ে আসেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সিবিআই সূত্রে দাবি, তাঁদের প্রথমে বেআইনিভাবে আটক করা হয়। পরে এই হোটেল রাখে পুলিশ। তারপর গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে অন্তত ৮ জনের মৃত্যু

রাত থেকেই শুরু উদ্ধার কাজ।

আতঙ্ক ও স্বজন হারানোর হাহাকার।

প্রকৃত মতুয়া মহাসঙ্ঘের দাবি নিয়ে হাইকোর্টে শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি দীর্ঘদিনের। তবে সম্প্রতি বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে কলকাতা প্রেস ক্লাবে করে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর যখন অভিযোগ করেন, ভুয়ো মহাসঙ্ঘ চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এমনকী অবৈধভাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে ১ কোটি ৪৫ হাজার টাকা জমা করার অভিযোগও তুলেছেন শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে। এর পাল্টা অভিযোগ সামনে এনেছেন শান্তনুও। এবার সেই ইস্যুতেই মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার মামলা করেন শান্তনু ঠাকুর। আগামী বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে। আইনজীবী

ময়ূখ মুখোপাধ্যায় মামলা করার অনুমতি চেয়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের একক বেঞ্চের দ্বারস্থ হন। এরপর মামলার অনুমতি মেলে।

উল্লেখ্য, গাইঘাটার ঠাকুরনগরে রয়েছে 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ' নামে দু'টি সংগঠন। একটির সঙ্ঘাধিপতি হিসেবে রয়েছে মমতাবালার নাম আর অন্যটি শান্তনুর। মমতাবালার দাবি, শান্তনুর সংগঠনটি আসল নয়। আসল মহাসঙ্ঘ চালান তিনিই। একইসঙ্গে মমতাবালা এও দাবি করেন, মহাসঙ্ঘের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন শান্তনু আর তাতে প্রায় ১ কোটি ৪৫ হাজার টাকা অবৈধ ভাবে জমা করা হয়েছে। মমতাবালা চান, পুলিশ ওই টাকার সূত্র খুঁজে বের করুক।

অন্য দিকে, শান্তনুর দাবি, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের পরিচালনার দায়িত্ব থাকে ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের হাতে, পুত্রবধূরা দায়িত্ব পান না। তাই শান্তনু ঠাকুরের দাবি, মমতাবালার সংগঠনটাই ভুয়ো। মতুয়া মহাসঙ্ঘের রাশ কার হাতে থাকবে, তার ফয়সালার জন্য কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াল মামলা।

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই এবার আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কড়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পর সামগ্রিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারক ও রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। সেই বৈঠকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকর করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের এ নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। কমিশন সূত্রে খবর, নির্দেশে বলা হয়েছে, অতীতে হওয়া লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে যাদের বিরুদ্ধে বুথ দখল, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ এসেছে থানায় তাদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি, যাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন চলাকালীন গুলি চালানোর অভিযোগ,দুষ্কৃতী হিসাবে অভিযোগ আছে তাদেরও তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি পড়ে থাকা ওয়ারেন্টগুলো কার্যকর করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফ থেকে। এছাড়াও প্রতি সপ্তাহ ধরে ধরে এসপি,সিপি দের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে নির্বাচনকে কী করে শান্তিপূর্ণ করা যায়।

একইসঙ্গে এও বলা হয়েছে, বিগত নির্বাচন চলাকালীন যাদের বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ ও কী কী ব্যবস্থা,তাদের নাম সহ বিস্তারিত ১৫ দিনের মধ্যে দিল্লির নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে পাঠাতে হবে। সঙ্গে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করতে অভিযান চালিয়ে যাওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত এবার লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অভিযোগ না ওঠে তার জন্য আগে থেকেই সক্রিয় কমিশন। মূলত যাদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই বুথ দখল বা ভোটকে কেন্দ্র করে অশান্তির অভিযোগ থানায় আছে তাদের তালিকা তৈরির নির্দেশ এর মাধ্যমেই তা স্পষ্ট।

সম্প্রতি কলকাতায় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বৈঠকের সময় এসপি,ডিএম দের কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। মূলত বোমাবাজি ও হিংসা নিয়ে সিপি, এসপি দের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কোনওরকম হিংসা হলে কাউকে রেয়াত করা হবে না সেই বার্তা ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। আর এবার ভোট ঘোষণা হতেই একের পর এক নির্দেশ আইন শৃঙ্খলা নিয়ে জেলাগুলোতে।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দল গুলোর অভিযোগ এর নিষ্পত্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করতে হবে সেই নির্দেশ ও দেওয়া হয়েছে জেলাগুলোতে।পঞ্চায়েত নির্বাচন এর হিংসা নিয়েও কয়েকটি জেলার জেলাশাসক,পুলিশ সুপারদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের।

ক্লাস চলাকালীন মোবাইল দেখতে পারবেন না শিক্ষকেরা, নয়া নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জলপাইগুড়ির স্কুলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সারপ্রাইজ ভিজিটের জেরে এবার নড়েচড়ে বসল শিক্ষা দপ্তর। স্পষ্ট নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হল, স্কুলে ক্লাস চলাকালীন কোনও মাস্টারমশাই আর ফোন দেখতে পারবেন না। একাধিক স্কুলে ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিস থেকে। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু গত সপ্তাহেই হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে যাওয়ার পথে আচমকা ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশন স্কুলে পরিদর্শনে চলে গিয়েছিলেন। স্কুলে সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়েই কার্যত স্তম্ভিত হয়ে যান বিচারপতি। স্কুলে ৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে সেদিন কামাই করেছেন ১২ জন শিক্ষক। একসঙ্গে এতজন শিক্ষক কেন ছুটিতে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

গত সপ্তাহে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এই সারপ্রাইজ ভিজিটের পরই টনক নড়ে শিক্ষা দপ্তরের। স্কুলগুলির জন্য জারি করা হয়েছে একগুচ্ছ কড়াকড়ি। জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিস থেকে সেই কড়াকড়ির কথা জানিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রধান শিক্ষকের থেকে অনুমতি না নিয়ে কোনও মাস্টারমশাই কোনওরকম ছুটি নিতে পারবেন না। কী কারণে ছুটি নিচ্ছেন, সেই বিষয়েও যাবতীয় তথ্য ও কাগজপত্র জমা করতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে, সে কথাও জানানো হয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শকের পাঠানো চিঠিতে। প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, স্কুলের রেজিস্টার খাতা যেন আপ টু ডেট রাখা হয়।

এখানেই শেষ নয়, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু যেদিন জলপাইগুড়ির ওই সারপ্রাইজ ভিজিটে গিয়েছিলেন, সেদিন স্কুলের সামনে নর্দমায় ভাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল।

এবার স্কুল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপরেও জোর দিচ্ছে শিক্ষা দপ্তর। জেলা স্কুল পরিদর্শকের পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, স্কুলের পরিবেশ যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। পানীয় জলের জায়গা, মিড-ডে মিলের রান্নাঘর, খাওয়ার জায়গা, ক্লাসরুম ও টয়লেটে যাতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়, সে কথাও জানানো হয়েছে।

আবির্ভাব
০৫.০২.১৯২৪

তিরোভাব
১৯.০৩.২০১০

স্মরণে
পরমারাধ্যা ৺কমলা বসু

'মা' 'মা' 'মা'

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী বিভিন্ন শব্দ ও সুরে মা মা বলে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। জীবনের শব্দ মা। মায়ের কোলে আমার জন্ম, মাতৃদুগ্ধে আমার পুষ্টি। আমার ভাষা মাতৃভাষা। আমার দেহ মায়ের দান। মায়ের রক্ত আমার ধমনীতে। মা-ই আমার ধৃতি, পুষ্টি, মেধা। তিনিই আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে এনেছেন, পিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

কবির বন্দনা ঃ

জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে,
তুমি ধন্য, ধন্য হে।

এ কোন অদৃশ্য বন্ধন জননী! দূরে গেলেও কাছে আছি, ভুলে গেলেও অদৃশ্য তরঙ্গে ধরা আছি। মহাসাধক মহামতি অবতার শঙ্করাচার্য মাত্র আটবছর বয়সে সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাচ্ছেন। মা বলছেন ? শঙ্কর, আমার তো আর কেউ রইল না পাশে, মৃত্যুর সময় কি হবে ? মুখে একটু জল, সৎকার ? শঙ্কর বললেন, কেন মা ? আমি থাকবো। জননী বললেন, তুমি হিমালয়ে, আমি কেরলে, তুমি খবর পাবে কি ভাবে ? শঙ্করাচার্য অদ্ভুত একটি কথা বললেন, মা আমার মুখ যখনই তোমার স্তন্যদুগ্ধের স্বাদে ভরে যাবে, তখনই বুঝতে পারব তোমার বিদায়ের ক্ষণ আসন্ন, আর তখনই দেখবে পুত্র তোমার শিয়রে উপস্থিত। নাড়ির বন্ধন, মাতৃ-অমৃতের স্বাদ, ধমনীর রক্তপ্রবাহ, হৃদয়ের স্পন্দন, বাতাসের প্রাণ, প্রাণবায়ু সব, সব মায়ের দান। শাস্ত্রে সপ্তমাতার নির্দেশে আছে মা জননী (১) গর্ভধারিণী (২) ধাত্রী (৩) গুরুপত্নী (৪) ব্রাহ্মণী (৫) রাজপত্নী (৬) পৃথিবী আর (৭) গাভি।

এই জগতে তিনের ঐকতান - পিতা, মাতা আর সন্তান। একটি তরঙ্গ। ক্লান্তিতে মা, যন্ত্রণায় মা, সুখে দুঃখে মা, আশ্রয়ে মা, নিরাশ্রয়ে মা, বিপর্যয়ে মা। মায়ের বলয়ে ঘেরা শতকোটি জীবন। মায়ের কোলে জীবন আমার, মায়ের কোলে অবসান।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, শীত
মা, তুমিই আমার জীবনদীপ
তোমাকে আমার আভূমি প্রণাম।।

তোমার নিতাই

সঙ্গে তোমার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)

সৌজন্যে ঃ লেক কালীবাড়ী

সম্পাদকীয়

দেশের কৃষকদের সঠিক অর্থে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হচ্ছে

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার সাপেক্ষে বর্তমান শতাব্দীর চলতি দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যাদীর্ণ কৃষিসমাজের সামনে উজ্জ্বল সম্ভাবনার রাস্তা যে খোলা নেই, তা একেবারেই নয়। সঠিক সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে উপযুক্ত পরিকল্পনা গৃহীত হলে চিরাচরিত ফসলের বাইরে ফল এবং আনাজের সরবরাহে বিশ্বের বাজারে ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারে। ভারতীয়দের উপর করা সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে, আমাদের খাদ্যতালিকা ক্রমশ ক্যালরি-কেন্দ্রিক থেকে পুষ্টি-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে ভাত, রুটি, ডালের একচেটিয়া সাম্রাজ্যে আনাজ এবং ফল দখল বসাবে। এমতাবস্থায় ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার বাজারে উপরোক্ত খাদ্যগুলির যে পরিমাণ চাহিদা তৈরি হবে, তা অকল্পনীয়। কেবলমাত্র দেশে নয়, ইউরোপ, আমেরিকাতেও মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ভৌগোলিক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে ভারতে উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে যে বিপুল বৈচিত্র দেখা যায়, তা আবহাওয়াজনিত কারণে ইউরোপ বা আমেরিকার দেশগুলিতে সে ভাবে দেখা যায় না। সে দিক থেকে বলা যায়, এই দেশের কৃষকসমাজের কাছে সঠিক অর্থে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ফল এবং আনাজ চাষের মাধ্যমে কৃষকদের সামনে যেমন অধিক আয়ের পথ খুলে যাবে, তেমনই সারা বছর ধরে আর্থিক কর্মকাণ্ড চালানোর মতো কাজও তৈরি হবে। এরই পাশাপাশি কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের, বিশেষত ছোট কৃষকদের, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। তবে বিকল্প কৃষির এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে, বেশ কিছু উদ্যোগ করতে হবে। প্রথমত, দ্রুত বীজ প্রযুক্তির উন্নতিসাধন চাই। ভারতের মতো দেশে একাধিক বিশ্বমানের কৃষি গবেষণাগার রয়েছে। গবেষণাগারগুলির জন্য সাধারণ বাজেটে অধিক অর্থ বরাদ্দ করে এবং গবেষণা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থাগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অবকাশ দিতে হবে সরকারকে। এ ছাড়া, '১ হেক্টর ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং সিস্টেম', যার মাধ্যমে দেশের বেশ কিছু জেলায় পরিবেশবান্ধব এবং দুর্যোগ-প্রতিরোধী চাষাবাদ সম্ভব হয়েছে, গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি কৃষিকাজে সৌরশক্তির ব্যবহার, জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং নিশ্চিত রফতানির দীর্ঘমেয়াদি 'সাপ্লাই চেন' তৈরি করতে পারলে দেশের কৃষকদের জীবন আরও সহজ হয়ে উঠবে। ভারতের মতো দেশে উপরোক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে হলে এলাকা-ভিত্তিক স্থানীয় পরিকল্পনার উপর জোর দিতে হবে। স্থানীয় আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রশাসনকে কৃষক, গবেষক এবং গবেষণাগারের মধ্যে মেলবন্ধনের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে ফল এবং আনাজের ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

আনন্দকথা

তার উত্তর — যারা বলছে ''পালিয়ে এস'' তারাও নারায়ণ, তাদের কথা কেন না শুনি?

''একটা গল্প শোন্। কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিছল। এমন সময়ে একটা রবউঠল, 'কে কোথায় আছ পালাও — একটা পাগলা হাতি যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে জানে যে, হাতিও যে নারায়ণ তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

তনুশ্রী দত্ত

১৯৩৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আব্বাস আলি বেগের জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চন্দ্রপাল সিং যাদবের জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের জন্মদিন।

তেভাগা আন্দোলনের আঁতুড়ঘরে আজ প্রতিবাদের আগুন কি পারবে আগশুদ্ধি ঘটাতে?

শান্তনু রায়

দেশের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন একেবারে দোরগোড়ায়-দিন ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। এই আবহে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাসভবন দিল্লির রাইসিনা হিলসে গিয়ে শুক্রবার দেখা করে নিজেদের অভিযোগ জানিয়ে দরবার করে এলেন সন্দেশখালির নির্যাতিতদের মধ্যে নারী-পুরুষ মিলিয়ে এগারোজন। স্মরণ করা যেতে পারে দিন কয়েক আগে প্রধানমন্ত্রীর বারাসতে সভার শেষে সন্দেশখালির কয়েকজন নির্যাতিতা দেখা করে তাঁদের উপর নিগ্রহ ও শারীরিক অত্যাচারের কথা জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে শাসকদলের সাম্প্রতিক বিগ্রেডের সভায়ও হাজির ছিলেন সন্দেশখালির মহিলারা। অনেকেই মনে করছেন আসন্ন এই নির্বাচনে সন্দেশখালি গুরুত্বপূর্ণ হতে পড়েছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে। কয়েক মাস আগেও যে জায়গার কথা অনেকেই জানতেন না উত্তর চব্বিশ পরগনার সেই সন্দেশখালি দ্বীপ অতি সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে— সারাদেশেই বহুলচর্চিত একটি স্থানের নাম-সৌজন্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদে শাসকদলের সদস্য হিসেবে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ শেখ শাহজাহান। অনেকের দাবি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এদেশে এসে ট্রেকারের সামান্য ড্রাইভার কখনো হেল্পার হিসেবে তার জীবন শুরু-পরে মৎস্যচাষে হাতেখড়ি কাকা মোসলেম শেখের কাছে যিনি ছিলেন পঞ্চায়েত স্তরে সিপি আই(এম)এর এক স্থানীয় নেতা। রবিনহুড ইমেজের একটা আলগা প্রভাব তো শাহজাহানের ছিলই স্থানীয় স্তরে তার সঙ্গে যুক্ত হলো রাজনীতির ক্ষমতা। রং বদল করে রাজনীতিতে আরও প্রমোশন হলো — রেশন দূর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়া মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সুনজরে পড়ায়। খুনের অভিযোগে একবার শ্রীঘর-বাসও হয়েছিল অল্পদিনের জন্য। তার বিরুদ্ধে আছে অজস্র গুরুতর অভিযোগ-কাঠ গরু এমনকী মানুষ পাচারেরও। জানুয়ারির পাঁচ তারিখে তল্লাশির উদ্দেশ্যে ইডি বাড়িতে কড়া নাড়লে নিজের অনুগামীদের দ্বারা কিছু গ্রামবাসীদের উস্কানি দিয়ে ইডি আধিকারিকদের মেরে মাথা ফাটিয়ে গ্রামছাড়া করার পর নিজে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকাকালীন তার অপকর্মের কথা ক্রমে প্রকাশ হতে থাকে, এতদিন ভয়ে গুটিয়ে থাকা গ্রামবাসীরা সাহস সঞ্চয় করে মুখ খোলায়। অবশেষে ইডি সিবিআইও গ্রেফতার করতে পারবে মহামান্য হাইকোর্টের এমন ব্যাখ্যার পরপরই নয় নয় করেও ৪৩টি এফআইআর হলেও এতদিন যাকে ছোঁয়নি রাজ্যের পুলিশ বরং চার্জশিট থেকে নাম বাদ গেছে অনেক ক্ষেত্রে, পঞ্চান্নদিন ধরে 'পলাতক' সন্দেশখালির সেই বেতাজ বাদশা ওরফে 'বাঘ' শাহজাহানকে রাজ্য পুলিশই 'গ্রেফতার'করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল। রাজ্য পুলিশের সৌজন্যে 'বাঘ' জালে এলেও আদালতের আদেশে বর্তমানে সি বি আই হেফাজতে এবং সি বি আই তদন্তভার গ্রহণের পর ইতিমধ্যে তার আরও তিন সাঙাৎও শ্রীঘরে গেলেও কিছু সঙ্গত প্রশ্ন থেকেই যায়। 'স্থগিতাদেশ' এর অজুহাতে এতদিন গ্রেফতার না করা'র দূর্বল ব্যাখ্যায় সে প্রশ্নের উত্তর না মিললেও কারণটা হয়ত কিঞ্চিৎ অনুমান করা যেতে পারে সন্দেশখালির ঘটনার তদন্তভার সি বি আই কে দেওয়ার কোলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ কার্যকরী করতে টালবাহানা এবং ওই আদেশের উপর স্থগিতাদেশের আবেদন নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের তড়িঘড়ি সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায়। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা দিতে আর্থিক সংকুলানের অজুহাত দিলেও দূর্নীতি কিংবা অন্য কোনও অপরাধে শাসকদলের পক্ষে অস্বস্তিকর হাইকোর্টের যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে জনগনের করের টাকা দেদার খরচ করে দৈনিক লক্ষাধিক টাকা পারিশ্রমিকের প্রথম সারির নামীদামী আইনজীবি নিযুক্ত করে সুপ্রিম কোর্টে বিরোধিতা করাই রাজ্য প্রশাসনের এখন হয়ত 'রাজধর্ম' পালনের দস্তুর। বস্তুত 'শাহজাহানকে টার্গেট করা হয়েছে' আইনসভায় প্রশাসনিক প্রধানের এমন ভাষ্যের পর রাজ্য পুলিশের পক্ষে সন্দেশখালির জনগণের সাম্প্রতিক বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে যে (অতি)সক্রিয়তায় বিরোধীদলের প্রাক্তন বিধায়ককে কোলকাতার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার এক শতাংশও যে সেখানকার স্বঘোষিত 'বাঘে'র বিরুদ্ধে দেখানো সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ফাল্গুনের মিঠে কড়া রোদে তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত সন্দেশখালিতে ঝাঁটা ও লাঠি হাতে প্রতিরোধরত সাধারন মহিলাদের শাহজাহান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখে হয়ত কপালে ভাঁজ পড়েছিল শাসকের; প্রকাশ্য আস্ফালনে বিরোধীদের উস্কানি, সব অভিযোগ মিথ্যা-অভিযোগকারী/অভিযোগকারিনীরা সব বহিরাগত, ধর্ষনের অভিযোগকারনী কেন মুখ ঢাকা ইত্যাদি অবান্তর প্রশ্ন তুলে পালটা তোপ দেগে মুখরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা চললেও তলে তলে চলছিল জলমাপার কাজ — মন্ত্রী-সান্ত্রী পাঠিয়ে নরমে গরমে সাময়িক প্রলেপের সাথে ভীতি প্রদর্শন করে সাময়িকভাবে হলেও ধামাচাপা দেওয়ার অপকৌশল। সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমেরও মুখ বন্ধ রাখার অপপ্রয়াস- মিথ্যে অভিযোগে সাংবাদিককে গ্রেফতার করে হোক বা সংবাদ মাধ্যমের কার্যকরী প্রধানকে তুচ্ছ কারণে নোটিশ পাঠিয়ে হোক — যাতে কিছু না প্রকাশ পায়। কিন্তু কিসের জন্য এ লুকোচুরি? ইতিমধ্যে অবশ্য আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট আসনে শাসক দলের নতুন প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুখ বর্তমান চিত্রাভিনেত্রী সাংসদের স্থলে গত নির্বাচনে সন্দেশখালি থেকে যাঁর ভালো লিড নাকি হয়েছিল এই শাহজাহানের সৌজন্যে। তবে সন্দেশখালির রক্তে আছে প্রতিবাদ। আটাত্তর বছর আগের সে দিনগুলি আজও স্মরণ করে অনেকে মনে করেন নারীশক্তি এবারের এই অভিপ্রকাশও হয়ত ব্যর্থ হবে না। উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে সংশ্লিষ্ট চাষী একভাগ পাবে জমির মালিক-এই দাবিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে জমির মালিকানা হারিয়ে ভূমিহীন হয়ে অন্যের জমি চাষে জীবনযাপন করা চাষীদের পরিবারের মেয়েরাই সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন 'আধি নাই তেভাগা চাই' 'জান দেব তবু ধান দেব না' শ্লোগানে ঐ কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে। ৮ইমার্চ ১৯৪৭ সন্দেশখালির এই বেড়মজুরে জমিদার দেবেন্দ্রনাথ সরদারের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় ক্ষিপ্ত জনতা। নেতৃত্বে ছিলেন হেমন্ত ঘোষাল। ছিলেন রতিরাম সরদার, রবিরাম সরদার, পারুল সরদার প্রমুখেরা। পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। গুলিতে প্রথম মৃত্যু হয় আলতাফ মোল্লার। প্রতিরোধ করতে গিয়ে তারপর সকলেরই — কলাগাছি নদীর জল রক্তে হয়েছিল লাল। সেই আন্দোলন উপলক্ষে রচিত হয়েছিল হেই সামালো ধান, এর মতো গান ও অনেক শহীদ বেদী। কিন্তু সেই শহীদ বেদির রং পরবর্তীতে ক্রমে ফিকে হতে থাকে, রাজনীতিতে উত্থান হতে থাকে ধান্দাবাজ জমি-হাঙর শাহজাহান শেখের মত ব্যক্তিদের 'সংগ্রামী' বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। তৎকালীন শাসক দলের এমন 'সম্পদ'দের অনেকে পরিবর্তনের জমানায় রং বদলে নব্য শাসকদলেরও স্থানীয়ভাবে আরও 'মূল্যবান সম্পদ' এ পরিণত হয় — আরও বল্গাহীনতায় ফুলেফেঁপে ওঠা — এমনকী বাংলাদেশেও অনেক ব্যবসায় লাগানো হয়েছে শাহজানের অর্থ। এদের রমরমায় এক সমান্তরাল প্রশাসন চলছিল সন্দেশখালিতে; অনেকের মতে সমান্তরাল নয় এই দুষ্কৃতিরাজই হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় প্রশাসন বিশেষত ২০১৯ এর জুনে সন্দেশখালির বিডিও কৌশিক ভট্টাচার্যের নিগ্রহ তারই সংকেত। দীর্ঘদিন ধরে বহুভাবে অত্যাচারিত হয়ে অভিযোগ জানিয়েও পুলিশের কাছে সুরাহা না পাওয়া সন্দেশখালির বাসিন্দাদের আজ পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ায় তারা বিক্ষুব্ধ ও ধৈর্যহারা — তারা আবার পথে নামায় আট দশক পর আবার সন্দেশখালি শিরোনামে।

বিরোধী দলের নেতারা বারবার চেষ্টা করছেন এই অসহায় মানুষগুলোর কাছে পৌঁছতে, হয়ত নিজ নিজ রাজনৈতিক লক্ষ্যেও। তবে সেজন্য তাদের আদালত পর্যন্ত দৌড়তে হয়েছে — তাতেও এই দ্বীপে পৌঁছন কঠিন — এমনকি শাসকের অপছন্দের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষেও। এ পরিস্থিতি মনে করায় মরিচঝাঁপির কথা। সেসময়ে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা অধুনাপ্রয়াত কাশীকান্ত মৈত্রের নেতৃত্বে পরিদর্শনে রওনা হওয়া প্রতিনিধিদলকে ক্যানিং-এই আটকে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল জ্যোতিবাবুর সরকারের পুলিশ। তবে কি লুকোতে চায় ক্ষমতাধরেরা — এভাবে কি পাপ দুষ্কর্ম ঢেকে রাখা যায়- কতদিন?

অন্যদিকে শাহজাহান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা খাঁচায় ঢুকলেও বা দল থেকে আপাতত বহিষ্কৃত হলেও অবস্থা কি স্বাভাবিক হবে — মানুষ নিরাপদে নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে যেতে পারবেন — আসন্ন নির্বাচনে নিজের ভোটটি নিজে নির্ভয়ে প্রদান করতে পারবেন তো? জেল থেকেই চলবে না তো সন্দেশখালি নিয়ন্ত্রণ — এই সংশয়ও আছে গ্রেফতারের সংবাদে সাময়িক নিশ্চিন্তিতে, আনন্দে অকাল হোলিতে মাতোয়ারা এবং মিষ্টি বিতরণকালেও ফের একজোট হওয়া সেখানকার মহিলাদের মনেও, যা সত্য কিনা ভবিষ্যতই বলবে। কারণ সন্দেশখালির প্রতিবাদী সত্তাকে দূর্বল করতে দূর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতার কেন্দ্র আপন স্বার্থে 'জনবাদী রাজনীতি'র কৌশল হিসেবে বশীভুত করতে চেয়েছে বিভিন্ন 'শ্রী'র মাধ্যমে সামান্য কিছু ছড়িয়ে দিয়ে এই সাধারন মহিলাদের (ভোটারদের) একাংশের মন হয়ত সাময়িকভাবে হলেও হয়েছে আংশিক সফলও যা মনে করায় সুকান্তর এক বিখ্যাত কবিতার লাইন দু'টি

ক্লান্তশ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ মাটি ভিজে গেছে ঘামে
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্পদামে।

এখনও সন্ত্রস্থ সন্দেশখালির মহিলারা, অভিযোগ কিছু শাকরেদ সহ শাহজাহান সিবিআই হেফাজতে থাকলেও এখনও বাইরে থাকা তার অনুগামীরা শাসিয়ে যাচ্ছে। সেকারণেই হয়ত প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতির কাছে দরবার করতে যাওয়া সন্ত্রস্ত নির্যাতিতারা প্রেসের সামনে ছিলেন মুখ ঢেকে। এবারে নির্বাচন ঘোষণার আগেই কেন্দ্রীয়বাহিনী এ রাজ্যে এসে পৌঁছলেও সন্দেশখালি কতখানি ভয়শূন্য হতে পেরেছে সে শঙ্কা অমূলক হয়ত নয় — যদিও অনেকের আশা এবারে অবস্থাও রাজনৈতিক সমীকরনের পরিবর্তনের। তবুও একদা চাষীর রক্তে রাঙা হওয়া কলাগাছি নদীর ঢেউও যেন বলছে — অতঃকিম! সন্দেশখালি কি থেকে যাবে সন্দেশখালিতেই?

CAA এ নিয়ে এদেশের মুসলিমদের মাথা ঘামানোর কোন কারণ দেখি না

সুবল সরদার

CAA নাগরিকত্ব সংশোধন আইন মানে নাগরিকত্ব প্রদানকারী আইন। এই আইন লাগু হলে তিনটি দেশ - আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে অমুসলিমরা (অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সী-সহ খ্রীষ্টান) ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হলে এদেশের নাগরিকত্ব পাবেন। যাঁরা ২০১৪ সালে ৩১ ডিসেম্বরে আগে চলে এসেছেন , এক বছর ভারতে রয়েছেন, ১৪ বছরে অন্তত পাঁচ বছর এখানে বসবাস করছেন এই আইন বলে তাঁরা আর শরণার্থী হয়ে থাকবেন না। তাঁরা আমাদের সহ নাগরিক হয়ে আমাদের মতো সমমর্যাদা পাবেন। এখানে NRC র মতো নাগরিকত্ব হারানো নয়। তাই CAA-NRC নয়। রাজীব গান্ধী এই NRC দিয়ে হিন্দু শরণার্থীদের এ দেশে থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন। এই NRC চেয়েছিলেন বর্তমানের শাসক শ্রেণীর মাথা মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন CAA বিরোধীতা করতে গিয়ে দেশ বিরোধী কার্যকলাপের ফাঁদে আটকে পড়েছেন। CAA-র বিরোধী আন্দোলনের নামে কী ভয়ঙ্কর, পৈশাচিক, নারকীয় দৃশ্য ভারতবাসীকে দেখতে হয়েছিল সেই ঘৃণ্য অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। জ্বলন্ত ট্রেন পোড়ানোর দৃশ্য, ওই ঘটনায় প্রায় ১০০ জনের মৃত্যু আমাদের মনে তীব্র ভয় উদ্রেক করে। এ দেশের মুসলিমরা আমাদের মতো ভূমি পুত্র। তাঁদের হারোনোর কিছু নেই, তাই ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন এই দেশের নাগরিক হয়েছেন এবং ইতালির নাগরিক সোনিয়া গান্ধীও এখন এ দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন। এই আইন লাগু না হলে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারের মতো যে কেউ এসে ক্ষমতার গদিতে বসে মা বোনের ইজ্জত লুটবে, আমাদের ধ্বংস করবে। ইতিহাসে আলাউদ্দিন খিলজীর মতো হিন্দু নিধন শুরু করবে, মা বোনদের ধর্ষণ করে খুন করবে আর আমরা অসহায় হয়ে জহরব্রত পালনের নামে আগুন আহুতি দিয়ে মৃত্যু রবণ করবো। কেউ যদি সেই ঘৃণ্য ইতিহাস দেখতে চান তাহলে বলবো CAA-র বিরোধিতা করুন। ওই আইন (আগের আইন) বলে যে কেউ যখন খুশি এখানে এসে দুর্বল নাগরিকত্ব আইনের সুযোগ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারতেন। সোনিয়া গান্ধী তখন মনে করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। ভগবানের অশেষ কৃপায় আমরা সেই লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেছি। আগামীদিনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক ওই আইন বলে এখানে এসে বঙ্গের মাথায় বসে ছড়ি ঘোরাতে পারতেন। কোন রোহিঙ্গা আমাদের শাসক হয়ে বসলে কেমন লাগবে মনে করুন। বর্তমানের সংশোধিত আইন খুব সুস্পষ্ট করা আছে। ভুলভ্রান্তির কোন কারণ নেই। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। CAA এ বিজেপি বিরোধী নেতা নেত্রীদের নির্বাচনী ওয়ার্ম-আপ ছাড়া আর কিছু নয়। একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই CAA বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশ বিরোধিতা করবেন না। আসুন আমরা সবাই ভালো থাকি। আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই প্রতিবেশী দেশ থেকে কারা এদেশের নাগরিকত্ব পাবেন, তা ঠিক করুক সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রা

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রা শুরু হয় নীলমণি ঠাকুরের আমল থেকে। যখন তিনি গোলপাতার ছাঁউনির বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু সেই দোলযাত্রা ভালো জমেনি। দোলযাত্রা খুব জাঁকজমক সহকারে পালিত হলো দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমল থেকে। সেই দোলযাত্রা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বাবামশাই একতারা নিয়ে দোতালার ঘরে উঠে যেতেন। সেই দোতালার ঘরে নানারকম রং-এর গামলিং, নানারকম রং-এর তানপুরা থাকতো। নানা রকম গান হতো। নাচুনি আসতো। পদ্মের ওপর দিয়ে নেচে যেত। বেশ ভদ্র রকমের নাচ। তবে সেখানে আমাদের যাওয়া মানা ছিল। দোলযাত্রা শুরু হবার আগে আমরা যেতাম চিতাবাড়ি দেখতে। সেই চিতাবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হত। এবং চিতা জ্বলতো, তাতে সমস্ত অশুভকে পুড়িয়ে ফেলা হতো, শুভে জয়গান গাওয়া হতো। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় মঠ, পিচকিরি, ফুটকড়াই এই সমস্ত বাড়িতে বাড়িতে বিলোনো হতো। পিচকিরি পেয়ে আমরা কী আনন্দিত হতুম বলা যায় না! যাকে সামনে পাচ্ছি তার গায়ে আবির ছড়িয়ে দিচ্ছি। এমনকি বাড়ির দারোয়ান তাদের পায়েও আবির মাখাতুম। তখন ছোট বড় যাকে পাই তাকেই আবির মাখিয়ে দিচ্ছি। অন্দরমহলে আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পর বাড়িতে উৎসব থাকলে তিনি হিমালয় চলে যেতেন। কিন্তু দোল যাত্রা কখনও বন্ধ হয় নি।' ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও দোল খেলতেন ।সেই দোল খেলার জন্য তাদের নানা রকম পোশাক - আসাক থাকত। এ বিষয়ে প্রতিমাদেবী লিখেছেন,' দোলযাত্রায় দিন আমাদের সাদা কাপড় পরানো হতো। সাদা কাপড় পরানো হতো এই কারণে রঙিন আবির সাদা কাপড়ে পড়লে তা খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতো। শুধু রঙিন আবির নয়, ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় মেয়েরা গহণাও পরতো।' গণেন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুজাতা লিখেছেন, 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রার দিনে আমরা সকালে সোনার গয়না ও দুপরে, রাত্রে হীরে জহরতের গয়না পরতাম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় ছেলেরা নানারকম যাত্রা, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন, এবং ঘরে ঘরে রং বিলোনো হতো।' জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছেলে এবং মেয়েদের দোলযাত্রা। সেই দোলযাত্রায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতেন। এবং এই উৎসব রংএর উৎসব হয়ে উঠতো তখনই যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোলযাত্রাকে সমর্থন করেছিলেন। এই দোলযাত্রাকে আমাদের সামগ্রিক একটি সৃজনশীল অনুষ্ঠান হিসেবে গন্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ' এই অনুষ্ঠানের কোন শেষ নেই, এই অনুষ্ঠান চিরায়ত।'

রহস্য কাদায়, ঝাঁ চকচকে রাস্তায় দুর্ঘটনা বৃদ্ধির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: বাগনান থেকে শ্যামপুর পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার রাস্তা চকচকে। প্রতিদিন কয়েক হাজার বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে এই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু একটু বৃষ্টি হলেই ঝাঁ চকচকে রাস্তায় দুর্ঘটনাকে সঙ্গী করে চলাচল করতে হয় হাজার হাজার মানুষকে। রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ দেখা মেলে কাদা। বিশেষ করে শ্যামপুর থানায় এলাকার শেষ প্রান্ত শালুকপাড়া, রায়দিঘি থেকে কানপুর পর্যন্ত এই রাস্তায় দেখা যাবে প্রচুর কাদা হয়ে গিয়েছে।

যার ফলে রাস্তা পিছল হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই কাদা আসে কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি নিত্যযাত্রীদের কাছে পাওয়া যাবে না। স্বাভাবিক ভাবেই নিত্যযাত্রীদের কাছে এই কাদা রহস্য তৈরি করেছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে নাকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে মাটি কেটে রাতের অন্ধকারে বিক্রি করছে মাটি মাফিয়ারা। সেই মাটি কখনও ট্রাক্টরে চাপিয়ে কখনও ছোট তিন চাকার গাড়িতে চাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে। ফলে গাড়ির ঝাঁকুনির জন্য মাটি ছিটকে পড়ছে রাস্তায়। আর তা বৃষ্টি হলেই কাদায় পরিণত হয়ে বাড়াচ্ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, মাটি মাফিয়াদের দাপটে সবাই সব কিছু জেনেও চুপ থাকছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় বাসিন্দার দাবি, মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সব জেনেও চুপ। ফলে পোয়াবারো মাটি কারবারিদের। কোনও রকম ভূমি আইন না মেনেই চলছে এই মাটি কারবার। বিষয়টি নিয়ে নাকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সদানন্দ দাবি, 'মাটি চুরির কোনও খবর জানা নেই। তবে খোঁজখবর নিয়ে দেখছি।' শ্যামপুর দুই ভূমি ও ভূমি- রাজস্ব দপ্তর সূত্রে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এলাকায় সবাই সব জানে মুখ খোলে না কেউ, এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। উল্লেখ্য, এবার লোকসভা ভোটে শ্যামপুরের বেআইনি মাটি ব্যবসাকে হাতিয়ার করতে চলেছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি।

মোদি বড় অভিনেতা, অমিত শাহ ঢপ বাজ, কর্মী বৈঠকে কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: শ্রীরামপুরে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিকেলে উত্তরপাড়া বিধানসভা এলাকার কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী বৈঠক করলেন উত্তরপাড়ার বলাকা মাঠে। এদিন শুরুতেই তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা কোন ওসরকারি জায়গায় বা সরকারি দেওয়ালে লিখবেন না পতাকা ব্যানার লাগাবেন না, ভুলেও এগুলো কেউ করবেন না নির্বাচনী প্রচারে বা পথসভায় কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত মন্তব্য করবেন না, বিরোধীদের ফাঁদে পা দেবেন না। শুধু তাই নয়, সমাজ মাধ্যমে কোনও উলটোপালটা পোস্ট করবেন না। অবশ্যই এগুলো মনে রাখবেন। না হলে কিন্তু আমি আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব।' এছাড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে আরও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন বলে দিলেন। এই বৈঠকে উত্তরপাড়ার পুর চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবকে শ্রীরামপুর লোকসভার অধীনে সাতটি বিধানসভার গুরুদায়িত্ব দিলেন। দিলীপবাবুকে ঘুরে ঘুরে সাতটি বিধানসভা দেখাশোনা করতে বললেন।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রথম থেকে যে ভাবে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যেন ভোট বোধহয় ফেব্রুয়ারি মাসে হবে। কিন্তু দেখা গেল তীব্র গরমে দু'মাস ধরে ভোট হবে। যা কোনও দিন দেখা যায়নি। এটাও মোদির কথাতেই হয়েছে। সরকার চালাবে কেয়ার টেকার সরকার যেটা কেউ আগে দেখেনি। বিজেপির ছোট বড় সব নেতাদের পেছনের সিআরপি আর আমাদের মাত্র দু'জন তিনজন দেহরক্ষী, আমাদেরও দেওয়া উচিত সিআরপি, নরেন্দ্র মোদি হচ্ছেন একজন বড় অভিনেতা আর অমিত শাহ হচ্ছেন একজন বড় ঢপ বাজ।'

তিনি আরও বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনা খুব বেদনাদায়ক সন্দেশখালির জন্য মোদি সাহেব এর মধ্যে ছ' বার এসেছেন। মণিপুরে একের পর এক নারী নির্যাতন হয়েছে শিশুরা খাদ্য পাচ্ছে না, মাননীয় নরেন্দ্র মোদি কেন একবারও গেলেন না সেখানে? ১০০ দিনের কাজের পয়সা দেয়নি। মাননীয় বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পদে বসে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন, তিনি পঞ্চাশ হাজার লোকের চাকরি খেয়েছেন একজনকেও কি চাকরি দিতে পেরেছেন তিনি ২ লক্ষ লোকের রুটি কেড়ে নিয়েছেন ওই পরিবারগুলির।

সিপিএমকেও তুলোধোনা করেন তিনি। নির্বাচন কমিশন সব সময় বিজেপির নালিশ শোনে। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারাও নালিশ করবেন।' এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক, কোন্নগরের পুরচেয়ারম্যান স্বপন দাস, উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, কোন্নগর টাউন তৃণমূল সভাপতি তন্ময় দেব সহ তৃণমূলের কাউন্সিলররা ও পঞ্চায়েত এলাকার নেতা-নেত্রীরা।

কয়রাপাড়া মা অভয়া ও তেলোভেলো ভক্ত মণ্ডলীর বাৎসরিক মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রীতি মেনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের নবমী তিথিতে বিশেষ পুজোপাঠ হল আরামবাগের কয়রাপাড়ায়। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরেও অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হুগলির আরামবাগের কয়রাপাড়া মা অভয়া ও তেলোভেলো ভক্ত মণ্ডলীর বাৎসরিক পূজা মহোৎসব। জাঁকজমকভাবেই অনুষ্ঠিত হয় এই পুজোপাঠ। অভয়া মায়ের পুজোর সূচনা হয় এদিন ভোরে মঙ্গলারতির মধ্য দিয়ে। এরপর সকালে মায়ের মন্দিরে সমবেত গুরু বন্দনা ও স্তোত্রপাঠ শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীশ্রী মা সারদার সুসজ্জিত প্রতিকৃতি নিয়ে বাদ্যগীত সহ পালকি করে গোটা গ্রাম পরিক্রমা করা হয় এদিন পুজো উপলক্ষ্যে। অভয়ামায়ের পুজো দেখতে আরামবাগ সহ কলকাতা, বাঁকুড়া, বর্ধমান হাওড়া সহ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা এসে এই পুজোতে সামিল হয় বলে জানা গেছে। পূজার দিন সকালে প্রায় দুই হাজার ভক্তদের মায়ের প্রসাদ বিতরণ করা হয় মন্দির চত্বর থেকে। পাশাপাশি ভক্তদের জন্য দুপুরে অন্য ভোগেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে প্রতিবছর। অন্য ভোগে ভাত ছাড়াও থাকে প্রায় ১২-১৪ রকমের তরিতরকারি ভক্তদের দেওয়া হয়।

এই বছর মায়ের বাৎসরিক পুজো মহোৎসবটি ২৬ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই পুজো সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, পূজার হোম, আরতি, আরাত্রিক গান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের কথামৃতের কিছু কথা কিছু গান হয়। মায়ের বাৎসরিক পুজো মহোৎসব দেখতে হাজার

হাজার ভক্তের সমাগম ঘটে কয়রাপাড়ার মা অভয়ার মন্দিরে। এদিন মায়ের মন্দিরে ছিলেন সভাপতি কমলকান্তি দাস অসীম কুমার দাস, বরুণ কুমার দাস, অমল দাস, অমল দাস থেকে শুরু করে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ছিলেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকে আসা রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ। পুজো প্রসঙ্গে অমল দাস বলেন, আমাদের কয়রাপাড়া মা অভয়া ও তেলোভেলো ভক্ত মণ্ডলীর বাৎসরিক পুজো মহোৎসব ফাল্গুন মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে হয়। এবছর ২৬ তম বর্ষ পড়ল। পুজো উপলক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা মায়ের পুজো দেখতে আসেন।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে বিজেপিতে যোগ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: লোকসভা ভোটের দামামা বাজতেই দল বদলের হিড়িক শুরু হয়ে গিয়েছে পূর্ব বর্ধমানে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে প্রায় ৫০জন কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগ দিলেন। যোগদান করলেন বর্ধমান রাজ-কলেজের সাধারণ সম্পাদক সুরজ দাস ওরফে ভোলা ঘোষ সহ কলেজের সক্রিয় তৃণমূল কর্মীরা বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, বিজেপি নেতা খোকন সেন এবং যুব সভাপতি সুধীর রঞ্জন সাউয়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করেন। সোমবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে বর্ধমান সদর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ তার হাত থেকে পতাকা নিয়ে বিজেপি তে যোগদান করল তারা।

সদ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ছেড়ে বিজেপিতে আসা সুরজ ঘোষ ওরফে ভোলা ঘোষ বলেন, 'শুধুমাত্র তৃণমূলে ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। রাজ কলেজে তিন বছর নেতৃত্ব দিয়েছি। কিন্তু তৃণমূলের হয়ে রাজ কলেজ ইউনিট চালাতে বিভিন্ন সময় বাধার মুখে পড়ে হচ্ছিল। উচ্চ নেতৃত্বের চাপে কোনও কাজ করতে পারতাম না, তাই বহুদিন ধরে হীনমন্যতায় ভুগছিলাম এবং তারপর ভাবলাম বিজেপিতে এসে নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করব এবং ভালো ভাবে কাজ করব। তৃণমূলে থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজ করতে না পারার জন্যই বিজেপিতে যোগদান। এখানে অন্তত স্বাধীন ভাবে কাজ করার পরিবেশটা আছে, তাই যুবকর্মীদের নিয়ে বিজেপিতে এলাম।' আগামী দিনে আরও যুবক বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে দাবি করেন সুরজ।

বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা এই প্রসঙ্গে বলেন, 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ কলেজ ইউনিট থেকে সুরজ ঘোষের নেতৃত্বে অন্তত ৫০-৫২ জন ছাত্রনেতা বিজেপিতে যোগদান করলেন। নরেন্দ্র মোদির কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যুবরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ভোটের আগে বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এই রকম কর্মঠ যুবকদের সঠিক জায়গা তৃণমূল কংগ্রেস নয়, আসল জায়গা বিজেপি।' লোকসভা ভোটের আগে দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলেও দাবি করেন তিনি।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ কলেজ ইউনিট থেকে একসঙ্গে আনুমানিক ৫০ জন বিজেপিতে যোগদান করায় লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি নেতা কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা হয়ে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল এবং এটা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পক্ষে জোর ধাক্কা বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

আসন্ন দোল উৎসব উপলক্ষ্যে মালদার কালীতলা বাজারে শুরু আবির তৈরির কাজ

বিপুল চাহিদা হারবাল রংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দাম বেড়েছে বিভিন্ন উপকরণের। তবুও মানুষের চাহিদা অনুপাতে আবির তৈরিতে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলা বাজার এলাকায়। পেশায় ব্যবসায়ী বিমল পাল বিভিন্ন ধরনের আবির তৈরির কাজ করে থাকেন। তাঁর কারখানাতেই এখন অনেক কারিগড় নিয়েই চলছে আবির তৈরির দক্ষযজ্ঞ। তবে আবির প্রস্তুতকারকদের অভিযোগ, প্রতিবছরই জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। কিন্তু চাহিদা অনুপাতে তুলনামূলক পরিমাণ অনুযায়ী আবির তৈরি করতে গিয়ে সমস্ত পুঁজি শেষ হয়ে যাচ্ছে। বছরে একদিনের ব্যবসার এই আবির তৈরির উৎসাহ আগামী দিনে থাকবে কিনা তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ী বিমল পাল। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ মার্চ দেশ জুড়ে পালিত হবে দোল উৎসব। ২৬ মার্চ মালদা সহ বিভিন্ন এলাকাতেও পরবর্তী হোলি উৎসব পালিত হয়ে থাকে।

যদিও হারবাল আবিরের চাহিদা

সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকটাই বেড়েছে। আর সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কালীতলা বাজার এলাকায় রাতদিন এক করে চলছে আবির তৈরির কাজ। রং এবং আবির বিক্রেতাদের বক্তব্য, বিভিন্ন এলাকা থেকে আবির এবং রঙের বায়না আসতে শুরু করেছে। যদিও হারবাল আবিরের ওপরই চাহিদা রয়েছে পাইকারদের। সে ক্ষেত্রে এবার হোলি উৎসবের প্রাক্কালে হারবাল আবিরের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীতলা বাজার পাড়া এলাকার ব্যবসায়ী বিমল পাল বলেন, বহু বছর ধরে আমরা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। ১৫ থেকে ২০ দিন পরিশ্রম করে আবির তৈরি করা হয়। এবারে প্রায় ১২ টন আবির তৈরি করা হচ্ছে। এখানে কোনো রাসায়নিক উপকরণ রাখা হয় না। যা হয় সম্পূর্ণ জৈব প্রক্রিয়ায়। হারবাল আবিরের চাহিদা মানুষের মধ্যে বিপুল হারে বেড়েছে, তাই এরই মধ্যে আবির তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

সহকারী শিক্ষককে হেডমাস্টার করার দাবিতে অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সহকারী শিক্ষক বিশ্বনাথ রায়কেই হেডমাস্টার করার দাবিতে সোমবার স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা মিলে পথ অবরোধ করলেন। প্রায় ৩০ মিনিট চলল নিমতলা বাজার কালনা কাটোয়া এসটিকে রোডের ওপর অবরোধ। পরবর্তী সময় নাদনঘাট থানার পুলিশের আধিকারিকরা গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়।

জানা গিয়েছে, ২০০০ সাল থেকে বিশ্বনাথ রায় নামে সহকারী শিক্ষক হিসাবে চাপাহাঁটি জিএসএফপি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে রয়েছেন তিনি। আর এই স্কুলে হেডমাস্টার হিসেবে অন্য আর একজনের নাম ঘোষণা হতেই, স্কুলের পড়ুয়া থেকে অভিভাবকরা এদিন পথ অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন, তিনি সিনিয়র হিসাবে প্রধান শিক্ষকের যোগ্য। তাঁকেই প্রধান শিক্ষক করতে হবে। ওই শিক্ষকের দাবি, ছাত্র থেকে অভিভাবকরা আবেগে এসব করেছেন। ছাত্রছাত্রী থেকে গ্রামবাসীদের এই আন্দোলনে আমি হেডমাস্টার না হয়েও হেডমাস্টার হয়ে গিয়েছি।'

বাঁকুড়া-মশাগ্রাম লোকালে ভোট প্রচারে সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা ভোটে জমজমাট লড়াই বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে। সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনে বাঁকুড়া-মশাগ্রাম লোকালে চেপে ভোট প্রচারে নামলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। এদিন ট্রেনে উঠে তিনি ঝালমুড়িও খেলেন। জানা গিয়েছে যে, সোনামুখী রেল স্টেশন থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপেন সৌমিত্র খাঁ। তারপর ট্রেনে উঠে যাত্রীদের মধ্যে ভোট প্রচার করলেন বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। পাশাপাশি কথা বললেন ট্রেন যাত্রীদের সঙ্গেও। প্রত্যেকের কাছে হাতজোড় করে তিনি ভোট চাইলেন।

রাজনৈতিক মহলের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা বলে সৌমিত্র খাঁয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাঁকুড়ার সঙ্গে হাওড়ার রেল যোগাযোগের সুবিধা পেয়েছে সাধারণ মানুষ। তাতে আপ্লুত সকলেই। এদিন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর ভরসা রাখতে বলেন। এই রেল যোগাযোগের জন্য সাংসদ হিসেবে তিনি অনেক লড়াই করেন বলেও জানান। সৌমিত্র খাঁর সঙ্গে ছিলেন সোনামুখী বিধানসভার বিধায়ক দিবাকর ঘরামি, ইন্দাসের বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা, যুব মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য পিণ্টু সাম, খণ্ডঘোষ পাঁচ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট কৌশিক আশ, বিষ্ণুপুর সংগঠনের জেলার জিএস শম্পা মাথুর সহ ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যান্য কর্মীরা।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নিয়মিত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তের প্রয়োজন হয়। সময়মতো রক্ত না পাওয়া গেলে সেই সমস্ত রোগীদের সমস্যায় পড়তে হয়। তাদের কথা মাথায় রেখে ও রক্তদানের প্রতি উৎসাহ বাড়াতে রবিবার পানাগড় বাজারের লক্ষী নারায়ণ মন্দিরে পানাগড়ের মহিলা পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, তাঁরা এই রক্তদান শিবির গত ৪ বছর ধরে করে আসছেন। বিশেষ করে তাঁদের যেহেতু মহিলা দ্বারা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, তাই আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসেই তাঁরা এই অনুষ্ঠান করে থাকেন। সেই সময় ব্যস্ততার কারণে তাঁরা এই অনুষ্ঠান করতে না পারায় রবিবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। যেখানে পুরুষ ও মহিলা মিলে ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তবে বিশেষ করে তাদের এই রক্তদান কর্মসূচি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত মানুষদের কথা মাথায় রেখে করা। কারণ তাদের নিয়মিত রক্তের প্রয়োজন হয়। সময়ে রক্ত না পাওয়া গেলে তাদের সমস্যায় পড়তে হয়। সেই কথা মাথায় রেখেই তাদের এই রক্তদান শিবিরের পরিকল্পনা বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলকার বিশিষ্ট ব্যক্তি, চিকিৎসকরা ও পানাগড় রেল পুলিশের আধিকারিকরা।

পাবলিক নোটিশ
গঙ্গাবেস বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : U51109WB1994PTC065375
রেজিস্টার্ড অফিস : রুম নং ২৯, ১৬তম তল, বেঙ্গল ইকো ইন্টেলিজেন্ট পার্ক, ইএম ব্লক
সেক্টর ৫ সল্টলেক, বিধান নগর সিকে মার্কেট
উত্তর ২৪ পরগনা, সল্টলেক-৭০০০৯১
ই-মেইল : gangabase@gmail.com
পরিচালন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কিত
(ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের জন্য আরবিআই বিধি অনুসারে)

এটি জানানো যাচ্ছে যে শ্রী নীরজ কুমার জগদীশ কুমার মেহরা (ডিন : ০৯৩৯৭৪৮৮) এবং শ্রী করণ নীরজ কুমার মেহরা (ডিন - ০৯৩৯৭৪৮৬) গঙ্গাবেস বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড-এর কোম্পানির নতুন পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন (পরবর্তীতে কোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত), ০৯.০৫.১৯৯৮ তারিখে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং বি.০৫.০২১১২ দ্বারা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) এর সাথে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা এবং রুম নং ২৯, ১৬ তলা, বেঙ্গল ইকো ইন্টেলিজেন্ট পার্কে এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে, এম ব্লক সেক্টর ৫ সল্টলেক, বিধান নগর সিকে মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগণা, সল্টলেক-৭০০০৯১। কোম্পানির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকলে যে কোনো বিনিয়োগকারী(গণ) বা আমানতকারী (গণ) সহ যে কোনো ব্যক্তি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এবং বিভাগের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিস ডিপার্টমেন্ট অফ নন ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, কলকাতা অফিসে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন। উপরের নোটিশটি আরবিআই সার্কুলার ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ তারিখ ৯ জুলাই, ২০১৫ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রবিধান অনুসারে দেওয়া হচ্ছে।
সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের উপরোক্ত তথ্যগুলি অবগত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
গঙ্গাবেস বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড

স্বা/-
করণ নীরজ কুমার মেহরা
ডিরেক্টর
ডিন : ০৯৩৯৭৪৮৬

স্বা/-
নীরজ কুমার জগদীশ কুমার মেহরা
ডিরেক্টর
ডিন : ০৯৩৯৭৪৮৮

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৯.০৩.২০২৪

ফর্ম জি
আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড সিমেন্ট আমদানি রপ্তানি, ব্লাস্ট ফারনেস স্ল্যাগ, ক্লিংকার, পাথর এবং স্যানিটারি ওয়্যারস ব্যবসায় নিযুক্ত-আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান
১০০এ, এন.এস.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪০
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন
৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAFCM9369J CIN : U51909WB2007PTC120815
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১০০এ, এন.এস.সি. বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) দ্রব্যাদি পরিচালনার জন্য বুলকার
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী টার্নওভার ৫১৬.৯০ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কোনও তথ্য নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীর কাছ থেকে ইমেল মাধ্যমে অনুরোধ পাঠিয়ে cirp.rkdsexports@gmail.com এবং আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	আগ্রহ প্রকাশক নথিতথ্যাদিতে উপযুক্ততার বিস্তারিত পাওয়া যাবে, cirp.rkdsexports@gmail.com ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৩ এপ্রিল ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	৫ এপ্রিল ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১০ এপ্রিল ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১২ এপ্রিল ২০২৪
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৫ এপ্রিল ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬ মে ২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.rkdsexports@gmail.com

স্বা/- জীতেন্দ্র লোহিয়া
প্রস্তাবক পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
এএফএ নং AA1/10339/02/101224/106527, বৈধ ১০.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১৯.০৩.২০২৪ ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা -৭০০০২০
স্থান : কলকাতা আরকেডিএস এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

ঝাড়গ্রামের হরিপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের হরিপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'দিনের শতবর্ষ উদযাপন উৎসবের সূচনা হল সোমবার সকালে। এদিন সকালে মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিভিন্ন মনীষী ও বিপ্লবীর সাজ, ধামসা, মাদল, রণপা, মুখোশ নৃত্য, কলসীমাথায় নৃত্য, এনসিসি প্যারেড সহযোগে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হরিপুরা সহ আরও তিনটি গ্রামের সীমানা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রা শেষে সমবেত অতিথিদের দ্বারা বিদ্যালয়ের শতবর্ষ তোরণ উদ্ঘাটন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শতবর্ষ স্মারক পতাকা উত্তোলন ও একশত প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য শতবর্ষ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

সূচনা পর্বেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ কালীচরণ

পালোই, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়। প্রাণপুরুষ কালীচরণ পালোইয়ের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ভূমিদাতা পরিবারের সদস্য গোলোকবিহারী পালোই। মনীষীদের মূর্তিগুলির উন্মোচন করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। শতবর্ষ উদযাপন উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) শক্তিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রারম্ভিক পর্বের পর মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে তাঁর স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বিদ্যালয়গড়ে তোলার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি নিত্যানন্দ পালোই। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিদ্যালয়ের অগ্রগতির পথে বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ কালীচরণ পালোইয়ের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ডিআই তথা বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ডা. মধুপ দে, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের দলনেতা কমলাকান্ত রাউৎ, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রঞ্জিত সোরেন, রোহিনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ ঘোষ, শিক্ষানুরাগী সর্বেশ্বর মহাপাত্র, অরুণ গিরি, প্রদীপ কুমার মাইতি, সুদীপ কুমার খাঁড়া, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক গণ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শতবর্ষ উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তথা হরিপুরা প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক এর দুই প্রধান শিক্ষক যথাক্রমে সুতীপ প্রামাণিক ও সঞ্জয় কুমার ঘোড়াই, শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সম্পাদক গোলক বিহারী পালোই ,বিদ্যালয়ের সভাপতি গৌরচন্দ্র বারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা। অতিথিদের উপস্থিতিতে প্রকাশিত হয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা 'পরশমণি'।

সারাদিন ধরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করেন বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ভূমিদাতা পরিবারের সদস্যদের ও মূর্তিদাতাদের বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হয়। বিকেলে শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা ও অন্যান্য আমন্ত্রিত শিল্পীরা নাটক সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করেন।

লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফল করলে কর্মীদের জবাবদিহি করতে হবে!

কর্মিসভায় এমনই মন্তব্য করলেন পার্থ ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিগত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের যে খারাপ ফলাফল হয়েছিল এবার নির্বাচনেও যদি এমনটা হয় তাহলে প্রতিটা জনপ্রতিনিধিকে জবাবদিহি করতে হবে এমনটাই মন্তব্য করলেন পার্থ ভৌমিক। পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির তৃণমূলের এমন পরিস্থিতি তাদের লোককে হুমকি দিতে হচ্ছে, মানুষ ভোট দেয় নরেন্দ্র মোদিকে দেখে। এদিন পার্থ ভৌমিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, বিগত নির্বাচনগুলোর যে ফলাফল তার সঙ্গে এবার লোকসভা ফলাফল সমস্ত বুথে পর্যালোচনা করা হবে যারা পঞ্চায়েতে জয়ী হয়েছেন যারা পুরসভায় জয়ী হয়েছেন প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক জয়ী প্রার্থীদের এলাকায় বুথে কি ফলাফল হয় তা নিয়ে আপনাকে জবাবদিহি করতেই হবে। বাবা-মার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হলে দাইমার কাছ থেকে বার্থ সার্টিফিকেট আনতে শ্মশানের পোড়া কাঠ কয়লার মধ্যে খুঁজতে হবে। সোমবার বনগাঁয় তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন থেকে সিএএ এর সমালোচনা করে এ কথা বললেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামী। এদিন বনগাঁর নিউমার্কেট এলাকায় বনগাঁ লোকসভা এলাকার কর্মীদের নিয়ে একটু সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় বনগাঁ লোকসভার সাতটি বিধানসভা এলাকা থেকে কর্মীরা এসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, নারায়ণ গোস্বামী, বীণা মণ্ডল, তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস সহ একাধিক নেতারা। বনগাঁতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সভাতে নিচু তলার কর্মীরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে কাজ করবে সেই দিক তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। এদিন সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, বিজেপির যে দ্বিচারিতা ভোটের আগে সিএএ লাগু করা এটা সম্পূর্ণই ধাপ্পাবাজি, নাগরিকত্ব নিতে গেলে যে আপনার বাবা-মায়ের জন্ম শংসাপত্র দিতে হবে সেটা আপনারা কোথায় পাবেন, আমরা কোথায় পাব, তারা তো মারা গিয়েছেন, এখন ওই জন্মশংসাপত্র খুঁজতে গেলে শ্মশানে গিয়ে পুরনো কাঠ কয়লার মধ্যে খুঁজতে হবে। এছাড়াও এই মঞ্চ থেকে বনগাঁ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আমাদের দলের মধ্যে অনেক মনোমালিন্য ছিল, খারাপ লাগা ছিল, সেগুলো সমস্যার সমাধান করে আমরা আগামী দিনে একসাথে এগিয়ে যাব বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে আমরা বিজয়ী হয়ে মমতা ব্যানার্জিকে এই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের আসন উপহার দেব। তৃণমূলের এই মন্তব্যকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল।

খেলার মাঠে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার প্রতিবাদে উত্তাল আরামবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গ্রামের একমাত্র খেলার মাঠে পুরসভার পক্ষ থেকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার প্রতিবাদে আবারও উত্তেজনা ছাড়লো আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশ মাইল এলাকায়। আর এরই প্রতিবাদস্বরূপ সোমবার দুপুরে এলাকার মানুষজন এক যোগে তীর ধনুক, খোঁচ, বল্লম, লাঠিসোটা ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে প্রতিবাদে ফুঁসে উঠলেন। লোকসভা ভোটের আগে ভুল বুঝিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল পরিচালিত আরামবাগ পুরসভার বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার পুর চেয়ারম্যানের। এদিন গ্রামের মহিলারাও তাদের সঙ্গে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সামিল হন। জানা গেছে, এদিন ওই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের টেন্ডারপ্রাপ্ত কর্মীরা সাইনবোর্ড লাগাতে গিয়েছিলেন। তখনই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, খেলার মাঠে বর্জ্য পদার্থ ফেললে এলাকার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করতে পারবে না। পরিবেশ দূষিত হবে। তাছাড়া পুরসভার কোনও প্রকল্প পঞ্চায়েত এলাকায় করতে দেওয়া যাবে না। তাদের বক্তব্য, বার বার প্রতিবাদ করে পুরসভার এই অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে গ্রামবাসীরাই। কিন্তু তারপরও পুরসভার কর্তাব্যক্তিরা এই কাণ্ড করছে। এদিন আবারও ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ ও সেই বিষয়ে সাইন বোর্ড টাঙাতে আসেন ঠিকাদার সংস্থার কর্মীরা। এর পরেই গোটা গ্রামের মহিলা পুরুষ সকলে হাতে ধারালো অস্ত্র, তীর ধনুক নিয়ে গর্জে ওঠেন। স্থানীয় মানুষ শেখ নাসিরউদ্দিন বলেন, পুরসভার পক্ষ থেকে এখানে আমাদের একটা খেলার মাঠে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। যেহেতু এটা পঞ্চায়েত এলাকার সেহেতু আমরা পুরসভাকে দেব কেন ! আমাদের একটাই খেলার মাঠ, যেখানে ৭-৮টা গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা ছিল কিন্তু আলোচনা না করেই কাজ শুরু করছে। এখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে পরিবেশ দূষিত হবে, পাশে একটি পানীয় জলের ট্যাংক তৈরি হচ্ছে। পাশে যদি আবর্জনা ময়লা ফেলা হয় তাহলে পাশের জল ট্যাংক থেকে জল খেয়ে গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমরা গ্রামবাসীরা চাইছি অন্য জায়গায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড করুক পুরসভা। অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, তিরোল অঞ্চল প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা শাসকের অফিসে মিটিং হয়। ওই এলাকার ১৫ জনকে এই প্রকল্পে কাজ দেওয়ার কথা হয়। বর্তমানে কাজ করতে গেলে আবারও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এবার এই বিষয়টি প্রশাসন দেখবে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি জটিলাকার ধারণ করে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থল ছুটে যায় আরামবাগ থানার পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশের সঙ্গেই তাদের বচসা শুরু হয়ে যায়। পরে আরামবাগ থানার পুলিশই তাদের আশ্বাস দেন যাতে বিষয়টি পুরসভা ভেবে দেখে ব্যবস্থা নেয়। তারপর বিক্ষোভ উঠে যায়।

বীরভূমের সদর লালমাটির সিউড়ি শহরে ইন্দ্রনীল সংগীত একাডেমীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বসন্ত বন্দনা ১৪৩০। ১৭ মার্চ রবিবার এই অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল শহরের সিধু কানহু মঞ্চে। একাডেমীর ৭০ জন ছাত্রছাত্রী সংগীত পরিবেশন করে এদিন। এছাড়াও শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট এস রাজশিল্পী সুতনু সরকার একক এসরাজ পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ইন্দ্রনীল দত্ত ও মহুয়া গাঙ্গুলি। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করে পদ্যঘর সিউড়ি ও নৃত্যে ছিল মন্দিরা নৃত্যকলা কেন্দ্র। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন জয়া মুখোপাধ্যায়।

এগরা থেকে প্রচার শুরু করলেন জুন মালিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করলেন মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া। সোমবার এগরার হট্টনাগর মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর মাজারে চাদর চড়িয়ে ভোট প্রচার শুরু করেন। কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পদযাত্রায় যোগ দেন।

জুন মালিয়াকে দেখে সেলফি তুলতে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ। সাংবাদিকদের জুন মালিয়া জানান, এগরা থেকে প্রথম ভোট প্রচার শুরু করলাম। এখানকার মানুষের আশীর্বাদ নিয়েছি। ঠাকুরের আশীর্বাদও নিলাম, এত ভালোবাসা, এত আন্তরিকতা যখন পাচ্ছি তখন বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সামিল হতে পারব। পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করার পর ছোট শিশুদের কোলে তুলে আদর করেন জুন মালিয়া। তার সঙ্গে ভোট প্রচারে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, জেলা যুব সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

মেদিনীপুর কেন্দ্রের জন্য এখনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিজেপি। তার আগে জোর কদমের প্রচার শুরু করে দিলেন তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া। শোনা যাচ্ছে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করতে পারে সেখানকার সাংসদ দিলীপ ঘোষকে। এই মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রেরই তৃণমূল বিধায়ক জুন মালিয়া। ফলে মেদিনীপুরে দিলীপ ঘোষকে বিজেপি প্রার্থী করলে সাংসদ বনাম বিধায়কের লড়াই জমে উঠবে বলে জেলার রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে কাজ বন্ধ ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর জুট মিলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভদ্রেশ্বর: বাংলাজুড়ে নির্বাচন আবহ। তার মধ্যেও কাজ হারিয়ে কয়েকশো শ্রমিক খোলা আকাশের নীচে বলে দাবি। শ্রমিক অসন্তোষের জেরে কাজ বন্ধ ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর জুট মিলের। পরিবার নিয়ে মিলগেটে ধর্নায় শ্রমিকরা।

গত তিন দিন আগে লকেট চট্টোপাধ্যায় ভদ্রেশ্বর জুট মিল গেটে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। জুট মিলে শ্রমিকদের সঙ্গে অবিচার হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী সেদিন দাবি করেছিলেন মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে জুট মিল চালু রাখার জন্য। দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন যা হোক না কেন, কাজ বন্ধ না রাখার জন্য শ্রমিকদের কাছেও আবেদন জানান তিনি। চার দিন বন্ধ থাকার পর গত শনিবার রবি দু'দিন কাজ হয় মিলে। সোমবার সকাল থেকে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। দেখা যায় মিলগেটে শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে ধর্নায় বসে যায়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, চুক্তি না মেনে শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে, নতুন মেশিনে বেশি করে কাজ করতে বলা হচ্ছে। পুরনো মেশিনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শ্রমিকরা কিন্তু নতুন মেশিনে কাজে তাঁদের সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি শ্রমিকদের। পাশাপাশি শ্রমিকদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, সেটা নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে তাঁদের। মিল কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ শ্রমিকদের।

সামনেই দোল, হোলি, রমজান মাস চলছে ইদ পয়লা বৈশাখ, উৎসবের মরশুমে মিল বন্ধ থাকলে সমস্যায় পড়তে হবে শ্রমিকদের। যদিও সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি মিলের পক্ষ থেকে। অশান্তি এড়াতে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ মিলের গেটে মোতায়ন করা হয়েছে। তাঁত বিভাগের শ্রমিক বলেন, 'পুরনো মেশিনে আমাদের ১০ ফুটের মধ্যেই কাজ মিটে যাচ্ছিল, নতুন মেশিনে ৮০ ফুট দৌড়তে হয়। দৌড়ে দৌড়ে কাজ করতে গিয়ে আমাদের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করলে ভয় দেখানো হয়। চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম মালিকের সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলেছিলেন, কিন্তু তা জানানো হয়নি পরের দিন মিটিং করে বলা হয় মিল চালু হয়ে গিয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্পের ফেস্টুন কেটে দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতে পুরাতন মালদায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ফেস্টুন কেটে দেওয়াকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবি এলাকায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই অপকর্ম করেছে। যদিও পাল্টা বিজেপির নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে তৃণমূলের একাংশ যুক্ত রয়েছে। এখন বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বদনাম দেওয়া হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবাড়ি তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির নেতা রিপন বর্মন পুরাতন মালদা থানায় নির্দিষ্ট কয়েকটি নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তৃণমূল নেতা রিপনবাবু জানিয়েছেন, যাদের নাম পুলিশের কাছে অভিযোগে দেওয়া হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই বিজেপি কর্মী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নলডুবি এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই বিশাল একটি মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির পথশ্রী প্রকল্পের ফেস্টুন রয়েছে। সোমবার সকালে স্থানীয় তৃণমূলের কর্মীরা ওই ফেস্টুনের অর্ধেক অংশই কাটা অবস্থায় দেখতে পান। এরপরই রাজনৈতিক শোরগোল শুরু হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়।

পুরাতন মালদা মহিলা তৃণমূল নেত্রী মৃণালিনী মণ্ডল মাইতি জানিয়েছেন, এই ঘটনার পিছনে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীয়া জড়িত রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার সৃষ্টি করছে বিরোধীদল বিজেপি। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের সদস্য শিবু কর্মকার জানিয়েছেন, যে অভিযোগ তৃণমূল করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের দলের কেউ যুক্ত নেই। বরঞ্চ তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই তাদের দলের নেত্রীর ফেস্টুন কাটার ঘটনাটি ঘটেছে। এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

তারকেশ্বরের গাজন উৎসবে এসে মৃত্যু চাকদার যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: তারকেশ্বরের গাজন উৎসব উপলক্ষে জলছত্র পরিষেবা দিতে এসে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সিঙ্গুরের নসিবপুরে। মৃত যুবকের নাম সুমন দাস। স্থানীয় একটি পুকুরে ডুবে মারা যান তিনি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গাজন উপলক্ষে এই সময় বহু পুণ্যার্থী আসেন তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল ঢালতে। সেই পুণ্যার্থীদের সেবা করতে বহু মানুষ আসেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সেরকম ভাবেই নদিয়ার চাকদা থেকে এসেছিল ২০ জনের একটি দল। সিঙ্গুরের নসিবপুর একাকায় তাঁরা জলছত্র শুরু করেন। জল ফুরিয়ে যাওয়ায় রাতে পুকুরে জল আনতে গিয়েছিলেন সুমন। তারপর থেকেই তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সকালে স্থানীয় জেলেদের ডেকে পুকুরে জাল ফেলতেই উঠে আসে দেহ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার চাকদায়। জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর অন্য কোন ও কারণ আছে কিনা তা জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর। এই ঘটনার পর চাকদা থেকে যাঁরা জলছত্র পরিষেবা দিতে এসেছিলেন, সেই ২০ জনের দলটিকে মালপত্র ও গাড়ি সহ আটক করেছে সিঙ্গুর থানার পুলিশ।

বেতন পাচ্ছেন না ঝাড়গ্রাম পুরসভার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকার পরও ঝাড়গ্রাম পুরসভার ৮ কর্মীকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে পুরসভা, জেলাশাসক ও জেলা শ্রম দপ্তরে ধর্না দিয়েও বেতন পাননি ওই কর্মীরা। কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ লড়াই শেষে ওই আটজনকে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পর তাঁদের নতুন করে নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনমাস পর ফের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

বারবার কলকাতা হাইকোর্টের রায় অমান্য করার অভিযোগ উঠছে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ওপর। এবার অভিযোগ ঝাড়গ্রাম পুরসভার বিরুদ্ধে। জানা গেছে, ২০১৪ সালে ঝাড়গ্রাম পুরসভায় বেশ কয়েকজন কর্মী ছাটাই করা হয়। এদের মধ্যে কয়েকজন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর হাইকোর্ট ৮ জনকে পুনর্বহালের নির্দেশ দেয়। রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর ওই আটজনকে ফের নিয়োগ করেন ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ। কিন্তু ওই আট কর্মীর অভিযোগ, তিনমাসের মাথায় তাঁদের বেতন ফের বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তাঁরা কোনও বেতন পাচ্ছেন না।

নথিপত্রবিহীন দোকানে চোরাই টিএমটি বার কারবারের অভিযোগ, দোকানে হানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সংস্থার কারখানা থেকে নির্দিষ্ট স্টক পয়েন্টে যাওয়ার পথে টন টন টিএমটি বার গায়েব হয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে নেমে বাঁকুড়ার মল্লেশ্বর পল্লি এলাকার একটি দোকানে হানা দিল টিএমটি বার প্রস্তুতকারী একটি সংস্থার আধিকারিকরা। দোকানদার তাঁর দোকানে মজুত টিএমটি বারের কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

জানা গিয়েছে, একটি নামী টিএমটি বার তৈরির কারখানা থেকে নির্দিষ্ট স্টক পয়েন্টে টিএমটি বার নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই টন টন টিএমটি বার হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসে ওই সংস্থার আধিকারিকরা। দাবি, তদন্ত শুরু হতেই আধিকারিকরা জানতে পারেন টিএমটি বার লরিতে করে নিয়ে যাওয়ার পথে বিভিন্ন ধাবায় তার একাংশ নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাস্তাতেই নামিয়ে দেওয়া সেই চোরাই টিএমটি বার চলে আসছে বাঁকুড়ার মল্লেশ্বর পল্লির একটি দোকানে। সেখান থেকেই অত্যন্ত কমদামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল টনটন টিএমটি বার। ফলে একদিকে যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা জিএসটি লোকসান হচ্ছিল, তেমনই নির্দিষ্ট ওই সংস্থার বদনাম হচ্ছিল।

ঘটনার তদন্তে নেমে মল্লেশ্বর পল্লির ওই দোকানের খোঁজ পেতেই সোমবার সেখানে হানা দেন টিএমটি বার প্রস্তুতকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে চোরাই টিএমটি বারের ওই ব্যাবসায়ীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়া দোকানদারের দাবি, চোরাই টিএমটি বার নয়, তিনি বড় একটি দোকান থেকে কম কম করে টিএমটি বার কিনে এনে তা সরবরাহ করে থাকেন। বড় দোকানদার তাঁকে জিএসটি বিল না দেওয়াতেই তিনি এদিন তা দেখাতে পারেননি সংস্থার আধিকারিকদের।

খেলাধুলোর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নকআউট টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: স্বর্গীয় শিবদাস গুপ্ত স্মৃতি নকআউট টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হল গুসকরা আরাফত রাইডার্স। গ্রামীণ এলাকায় খেলাধুলোর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ডিউস বলে রাত্রিকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এই প্রথমবার আয়োজন করা হয়।

রবিবার রাতে ওড়গ্রাম পারহাউস মাঠে চূড়ান্ত খেলায় মুখোমুখি হয় রামপুর শুটিং স্টার ও গুসকরা আরাফত রাইডার্স। এদিন টসে জিতে প্রথমে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেয় রামপুর শুটিং স্টার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আরাফত রাইডার্স ২০ ওভারে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৩ ওভার ১বলে ১১৩ রানে অলআউট হয়ে যায় রামপুর। প্রায় একমাস আগে এই টুর্নামেন্টের সূচনা করা হয় ওড়গ্রাম পারহাউস মাঠে। রবিবার চূড়ান্ত পর্যায়ে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। আশপাশের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য গুপ্ত পরিবার এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করে ছিলো। আইপিএলের ধাঁচে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু করা হয়। আশপাশের জেলার গ্রামীণ এলাকার যুব খেলোয়াড়রা এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল।

উদ্যোক্তাদের তরফে বিশ্বনাথ গুপ্ত বলেন, 'আমরা শুধু ক্রিকেট টুর্নামেন্ট না, নানা ধরনের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকি। এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার একটাই কারণ যুব সমাজকে খেলার মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। আমরা গত বছর থেকে এই খেলার আয়োজন করছি। আশপাশের বহু ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ এই মাঠে হাজির হয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতায় এই ধরনের বড় খেলার আমরা আয়োজন করতে পেরেছি।'

খেলার উদ্যোগপতি শান্তনু গুপ্ত বলেন, 'আমরা গতবছর থেকে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করছি। আমরা গ্রামীণ এলাকায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের কথা ভেবে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি। ফাইনালে জয়ী দলকে নগদ ৪১ হাজার টাকা ও ট্রফি ও পরাজিত দলকে নগদ ৩১ হাজার টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কিত করা হয়। পাশাপাশি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলকে নগদ ১৬ হাজার টাকা ও চতুর্থ দলকে নগদ ১১ হাজার টাকা নগদ আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়।' উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয় আগামী বছর এই টুর্নামেন্টে আরও কিছু দল বাড়ানো হবে।

এদিনের এই মাঠে হাজির ছিলেন বর্ধমান জেলা পরিষদের শিক্ষা ও ক্রীড়া দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোয়ার। গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান বেলি বেগম, বিশিষ্ট সমাসসেবী বিশ্বনাথ গুপ্ত সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন সমগ্র খেলা স্থানীয় টিভি চ্যানেলে সম্প্রচার করা হয়।

বিহারে চূড়ান্ত এনডিএ-র আসনরফা
বিজেপি লড়বে ১৭ আসনে

পাটনা, ১৮ মার্চ: এনডিএ-র আসন রফায় নজিরবিহীন কাণ্ড বিহারে। এই প্রথম আঞ্চলিক দল জেডিইউকে পিছনে ফেলে ১৭ লোকসভা আসনে লড়বে বিজেপি। নীতীশ কুমারের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ১৬টি আসনে। অন্য দিকে চিরাগ পাসওয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি ৫টি আসনে প্রার্থী দেবে। এছাড়াও জিতেন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার দল আরএলএম লড়বে করে একটি করে আসনে।

সত্রের খবর, বিজেপি প্রার্থী দিচ্ছে পশ্চিম ও পূর্ব চম্পারন, ঔরঙ্গাবাদ, মধুবনী, আরারিয়া, মুজফ্ফরপুর, মহারাজগঞ্জ, সারান, উজিয়ারপুর, বেগুসরাই, নওয়াদা, পাটনা সাহিব, পাটলিপুত্র, আররাহ, বুক্সার এবং সাসারামে। অন্যদিকে, জেডিইউ লড়বে বাল্মীকি নগর, সিথামারি, ঝঞ্ঝরপুর, সুপাল, কিসানগঞ্জ, কাটিহার, পুর্নিয়া, মেধাপুরা, গোপালগঞ্জ, সিবান, ভাগলপুর, বাঁকা, মুঙ্গের, নালন্দা, জাহানাবাদ এবং সেওহারে। আসন রফার খবর জানিয়ে জেডিইউ সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় ঝা বলেন, 'খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসন ভাগভাগি চূড়ান্ত করেছেন। গোটা প্রক্রিয়া হয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে।' আত্মবিশ্বাসী সঞ্জয় আরও বলেন, 'আমার ধারণা এবার একমুখী নির্বাচন হবে।' বিরোধীরা কল্কে পাবে না বলেই দাবি তাঁর। এদিকে চিরাগ পাসওয়ান ৫ আসনে লড়ার সুযোগ পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে।

এদিকে বিহারে আঞ্চলিক দলকে পিছনে ফেলে লোকসভায় ১৭ প্রার্থী দিয়ে গেরুয়া শিবির যে খুশি, তা বলা বাহুল্য। এই ঘটনায় অবশ্য বিরোধী দলগুলি কটাক্ষ করছে এনডিএ জোটকে। নীতীশ কুমারকে গেরুয়া শিবিরের 'মাৎস্যন্যায়' চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে বিরোধীরা। অসমে অগপ হোক কিংবা মহারাষ্ট্রে শিন্ডে সেনা, দক্ষিণের রাজ্যে এআইডিএমকে, সবখানে আঞ্চলিক জোটসঙ্গীকে কোণঠাসা করে চালকের আসনে বসে বিজেপি। বিহারেও তাই দেখা গেল। আঞ্চলিক দলগুলির জন্য আশঙ্কার কথা হল, তারা ভবিষ্যতে অস্তিত্বহীন না হয়ে পড়ে! উল্লেখ্য, ৪০ আসনের বিহার ভোট হবে ৭ দফায়। ১৯ এবং ২৬ এপ্রিল, ৭, ১৩, ২০, ২৫ মে এবং ১ জুন। ফল জানা যাবে ৪ মে।

রাহুলের 'শক্তি' মন্তব্যকে হাতিয়ার, বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন মোদি

চেন্নাই, ১৮ মার্চ: আরও একবার রাজনৈতিক কুশলতায় বিরোধীদের টেক্কা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাহুল গান্ধির 'শক্তি' মন্তব্যকে হাতিয়ার করে একহাত নিলেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের। তামিলনাড়ুতে ভোটপ্রচারে গিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন, 'জীবন থাকতে শক্তির বিনাশ ঘটাতে দেব না।'

রবিবার ছিল রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র শেষ দিন। মণিপুর থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় দফার যাত্রা শেষ হয় মুম্বইয়ে। শিবাজি পার্কের সেই সভায় দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, 'উনি হলেন সেই রাজা, যার প্রাণভোমরা ইভিএম।' এর পরেই কংগ্রেস নেতা মন্তব্য করেন, 'হিন্দু ধর্মে একটা শব্দ আছে শক্তি। আমরা শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। কিন্তু কী সেই শক্তি?' রাহুলই উত্তর দেন, ইভিএম, ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিই 'রাজার আত্মা' অর্থাৎ 'শক্তি' বলতে 'ইডি, সিবিআই'-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাকেই বোঝাতে চেয়েছেন রাহুল। মোদি সরকার যা বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বলে অভিযোগ।

যদিও এই 'শক্তি' বিতর্ককে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে বিজেপি। একাধিক গেরুয়া নেতা রাহুলের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। সোমবার দক্ষিণের রাজ্যে ভোটের প্রচারে গিয়ে ওই বিতর্কে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন মোদি। জানালেন, তাঁর কাছে মা, মেয়ে, বোনেরা হলেন শক্তি। তাঁদের 'শক্তি' রূপে পুজো করেন। দেশ 'চন্দ্রযানের সাফল্য' 'শিব শক্তি'র কাছে উৎসর্গ করেছে। বিরোধীদের উদ্দেশ্য হল ওই শক্তি শেষ করা। আবেগ বিহ্বল মোদি বলেন, 'আমি ভারত মাতার উপাসক। ওদের (বিরোধী) উদ্দেশ্য হল শক্তি শেষ করা। আমি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। চ্যালেঞ্জ রক্ষা করতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করব।'

উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে শিবাজি পার্কে রবিবার ছিল চাঁদের হাট। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ও কর্মসমিতির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন তামিলনাড়ু ও ঝাড়খণ্ডের দুই মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, চম্পাই সোরেন, এনসিপি (এসপি) নেতা শরদ পাওয়ার, শিবসেনার (ইউবিটি) উদ্ধব ঠাকরে, আরজেডির তেজস্বী যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লা, পিডিপির মেহবুবা মুফতি, সিপিআই(এমএল)-এর দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সৌরভ ভরদ্বাজ-সহ প্রায় গোটা বিরোধী শিবির। জোট নিয়ে ঝড়ঝঞ্ঝার পরেও বিরোধীদের একত্র সভায় ভয় পেয়েছে শাসক। মোদির শক্তি মন্তব্যের পর বলছেন বিরোধী নেতাদের একাংশ।

বিয়ে করলেন অস্ট্রেলিয়ার 'সমকামী' বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং

ক্যানবেরা, ১৮ মার্চ: প্রায় দু'দশকের সমপ্রেম। দীর্ঘদিন পর সঙ্গী সোফি অ্যালোয়াশের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং। শুধু তাই নয়, সেদেশের প্রথম সমকামী এমপি হিসাবে নজিরও গড়েছেন তিনি। রবিবার সকলকে নিজের বিয়ের খবর জানান পেনি।

শনিবার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী অ্যাডিলেডে ধুমধাম করে বিয়ে করেন দু'জনে। তাঁদের এই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টোনি অ্যালবানিজ। ছিলেন দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মার্ক বাটলার-সহ পেনির বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠরা। প্রায় দু'দশকের সম্পর্ক সোফি ও পেনির। রবিবার এই বিয়ের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী। ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, 'এই বিশেষ দিনটিতে আমাদের পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব আমাদের সঙ্গে ছিলেন।' পাশাপাশি বিয়ের ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি।

পেনিই প্রথম এশিয় যিনি অস্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। ২০০২ সাল থেকে তিনি সেনেটর রয়েছেন। বলে রাখা ভালো, ২০১৭ সালে সমকামী বিয়ে আইনি স্বীকৃতি পায় অস্ট্রেলিয়ায়। এর আগে সমকামী বিয়ের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে সেদেশে। তখন সেই আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন পেনি।

জল বোর্ড মামলার সমন 'বেআইনি', ইডির তলব এড়ালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: ইডির ডাকে সাড়া দিলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আমআদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লি জল বোর্ড মামলায় রবিবারই কেজরিকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু আপের তরফে জানানো হয়, কেজরিওয়াল হাজিরা দেবেন না। সেই সঙ্গে ইডির এই তলব 'বেআইনি' বলেও অভিহিত করেছে আপ।

রবিবার ইডি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জোড়া সমন পাঠিয়েছিল। প্রথম সমনে বলা হয়েছিল, দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় আগামী ২১ মার্চ হাজিরা দিতে হবে কেজরিওয়ালকে। আর দ্বিতীয় সমন ছিল দিল্লি জল বোর্ড মামলা সংক্রান্ত। অভিযোগ, দিল্লি জল বোর্ডে আর্থিক তছরুপ রয়েছে বলে অভিযোগ। সেই মামলাতেই নাম জড়িয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। ফেব্রুয়ারি মাসেই এই মামলার তদন্তে ইডি দিল্লি জুড়ে একাধিক আপ নেতা এবং আমলার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই তালিকায় ছিলেন কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সহকারী, আপের এক জন রাজ্যসভার সাংসদ, দিল্লি জল বোর্ডের এক জন প্রাক্তন কর্তা-সহ আরও কয়েক জন। এই মামলায় কেজরিওয়ালকে ইডির সমন পাঠানো বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' বলে আক্রমণ করেছে আপ। তাদের দাবি, লোকসভা ভোটের আগে ইডি এবং সিবিআইকে দিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করছে বিজেপি। সাংবাদিক বৈঠক করে দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেত্রী অতিশী বলেছিলেন, 'আবগারি নীতির পর এ বার দিল্লি জল বোর্ড ইস্যুর মাধ্যমে ভোটের আগে কেজরিওয়ালকে নিশানা করছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে সংশয় দেখা দিতেই নতুন এক মামলায় তাঁর নাম জড়ানো হল। এটা বিজেপির ব্যাকআপ পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজেপি চাইছে, যে ভাবে হোক ভোটের আগে কেজরিওয়ালকে জেলবন্দি করতে।'

উল্লেখ্য, রবিবার দিল্লির আবগারি নীতি মামলাতেও ইডির সমন পেয়েছেন কেজরিওয়াল। সেই সমনে আগামী ২১ মার্চ তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই নিয়ে আবগারি মামলায় নবম সমন পাঠিয়েছে ইডি। এর আগে এক বারও হাজিরা দেননি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার আদালতে এই সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে 'স্বস্তি' দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। কোর্ট জানায়, এখনই কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না ইডি। তার পরই দেখা যায়, নতুন মামলায় তলব করা হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। সোমবার তাঁর হাজিরা এড়ানোর পর এই মামলায় ইডি এখন কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকায় বোমাবর্ষণ পাক সেনার, মৃত ৮

কাবুল, ১৮ মার্চ: পাক সেনার উপর হামলার পরই আফগানিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালাল পাকিস্তান। সোমবার ভোরবেলা আফগানিস্তানের সীমান্ত এলাকায় এলোপাথাড়ি বোমাবর্ষণ করেছে পাক সেনা। এই হামলায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তালিবান প্রশাসন জানিয়েছে, মৃতরা সকলেই মহিলা ও শিশু।

কেন আফগানিস্তান সীমান্তে হামলা করল পাক সেনা? প্রসঙ্গত, শনিবার পাকিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় প্রাণ হারান অন্তত ৭ পাক সেনা জওয়ান। বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক নিয়ে হামলা চালায় এক জঙ্গি। বোমা বিস্ফোরণের পাশাপাশি গুলিও চালানো হয় বলে জানা গিয়েছে। খাইবার পাখতুনখোয়ার উত্তর ওয়াজিরিস্তানে এই হামলা হয়। তার পরেই জঙ্গিদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি। সেনা জওয়ানদের শেষকৃত্যে যোগ দিয়ে তিনি সাফ জানান, এই হামলার পালটা দেবে পাকিস্তান।

তার পরেই আফগানিস্তান সীমান্তে লাগাতার বোমাবর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। তালিবান প্রশাসন সূত্রে খবর, বেছে বেছে সাধারণ মানুষের বাড়ি লক্ষ্য করে পাক সেনা লাগাতার বোমা ফেলেছে। তালিবান মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানান, সীমান্তের কাছে খোস্ত ও পক্তিকা প্রদেশে বোমাবর্ষণ করেছে পাক সেনা। স্থানীয় সময় রাত তিনটে নাগাদ হামলা হয়। আপাতত আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ওই এলাকা থেকে। মৃতরা সকলেই মহিলা ও শিশু। পাক হামলার কড়া নিন্দা করা হয়েছে তালিবানের বিবৃতিতে।

প্রসঙ্গত, আফগান সীমান্তে সন্ত্রাসবাদীদের দাপট বারবার সমস্যার মধ্যে ফেলেছে পাকিস্তানকে। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবান অভ্যুত্থানের পর থেকেই বারবার পাক সীমান্তে হামলা চালিয়েছে তালিবান জঙ্গিরা। এমনকি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের সময়েও রক্তাক্ত হয়েছিল সীমান্ত এলাকাগুলো। যদিও সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে তালিবান প্রশাসন।

রাজস্থানে লাইনচ্যুত সুপারফাস্ট ট্রেনের কামরা-সহ ইঞ্জিন, আহত বহু

জয়পুর, ১৮ মার্চ: ফের বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে রেল। মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে লাইনচ্যুত হল ট্রেনের ৪টি কামরা। রবিবার রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের আজমেঢ়ে। তবে ঘটনায় সেভাবে আহত হননি কেউ। যাঁরা সামান্য জখম হয়েছেন তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর।

দুর্ঘটনার সময়ে ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমোচ্ছিলেন। রাত একটা নাগাদ প্রচণ্ড আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভাঙে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রেল আধিকারিকরা। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। রেল সূত্রে খবর, দুই ট্রেনের সংঘর্ষে কারোওর মৃত্যু হয়নি। তবে সামান্য জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। কতজন যাত্রী আহত হয়েছেন সেই নিয়ে অবশ্য কোনও তথ্য মেলেনি। আপাতত তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা চলছে বলেই খবর।

জানা গিয়েছে, রবিবার রাত একটা নাগাদ মাদার স্টেশন পেরিয়ে এগোচ্ছিল সাবরমতী-আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট সুপারফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সেই সময়েই উলটো দিক থেকে আসা মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ট্রেনটির। রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এমার্জেন্সি ব্রেক কষেছিলেন লোকো পাইলট। তাও দুর্ঘটনা এড়ানো যায়নি। সঙ্গে সঙ্গে লাইনচ্যুত হয়ে যায় প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চারটি বগি। ছিটকে যায় ইঞ্জিনও।

সুপারফাস্ট ট্রেনের এক যাত্রী জানান, যে সময় ঘটনাটি ঘটেছে সেই সময় ট্রেনের অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ জোর শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। তীব্র শব্দ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে ছুটে যান রেলকর্মী এবং স্থানীয়েরা। কিছু ক্ষণের মধ্যে উদ্ধারকারী দলও গিয়ে পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। যাত্রীদের দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় কেউ নিহত না হলেও আহত হয়েছেন একাধিক যাত্রী। তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলের এক আধিকারিক। আপাতত ছটি ট্রেন বাতিল হয়েছে। ঘুরপথে চালানো হচ্ছে আরও দুটি ট্রেন। আহতদের পরিবারের জন্য চালু হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিও গড়েছে রেল।

সত্যেন্দ্রর জামিনের আর্জি খারিজ আত্মসমর্পণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আর্জি খারিজ করল শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে আম আদমি পার্টির নেতাকে দ্রুত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের জেরে ফের তিহার জেলে ফিরতে হবে সত্যেন্দ্রকে। পাশাপাশি, এই মামলায় জামিনের আবেদন খারিজ করা হয়েছে আরও দুই অভিযুক্ত অঙ্কুশ জৈন ও বৈভব জৈনের।

অসুস্থতার কারণে সত্যেন্দ্রর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছিল দেশের শীর্ষ আদালত। সেই মতো গত বছর মে মাসে তিহার জেল থেকে মুক্তি পান প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। চিকিৎসার কারণ দেখিয়ে এরপর দফায় দফায় আদালতে জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানান সত্যেন্দ্রর আইনজীবী। একাধিকবার সে আবেদন মঞ্জুরও করা হয়। সোমবার আরও একবার প্রাক্তন মন্ত্রীর জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন উঠলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং বিচারপতি পঙ্কজ মিথালের বেঞ্চ সত্যেন্দ্রর জামিনের আর্জি খারিজ করে। এবং যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে তিহার জেলে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়।

আর্থিক তছরুপ মামলায় ২০২২ সালে সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেপ্তার করে ইডি। অভিযোগ, মন্ত্রী পদে থাকাকালীন নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেআইনি টাকায় জমি কিনেছিলেন তিনি। তিহার জেলে বন্দি হওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী। গত বছর মে মাসে জ্ঞান হারিয়ে জেলের শৌচালয়ে পড়েও যান তিনি। এরপর আদালতে সত্যেন্দ্রর অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী। সে আবেদন মঞ্জুরও করে আদালত। তবে দীর্ঘদিন জামিনে মুক্ত থাকার পর এবার আদালতের নির্দেশে জেলে ফিরতে হবে দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রীকে।

দুঙ্গারপুর মামলায় ৭ বছরের সাজা আজম খানের

লখনউ, ১৮ মার্চ: দুঙ্গারপুর মামলায় সমাজবাদী পার্টির বরিষ্ঠ নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আজম খানকে ৭ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। পাশাপাশি তাঁকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের রামপুর এমপি-এমএলএ আদালত। এই মামলায় আরও ৩ জনকে ৫ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সব মিলিয়ে ২ বছরে মোট ৫ টি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পেলেন সপার বাহুবলী নেতা।

২০১৯ সালে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে বর্তমানে জেলবন্দি আজম খান। ৭ বছরের সাজা হয়েছে তাঁর। পাশাপাশি আজমের স্ত্রী তানজিন ফাতিমা ও ছেলে আবদুল্লা আজমকেও ওই মামলায় ৭ বছরের সাজা শুনিয়েছে আদালত। বর্তমানে আলাদা আলাদা জেলে বন্দি পুরো পরিবার। উত্তরপ্রদেশের সোনাপুর জেলে রয়েছেন আজম খান। সোমবার দুঙ্গারপুর মামলায় সাজা ঘোষণার সময় ভারচুয়ালি সেখানে উপস্থিত ছিলেন একদা উত্তরপ্রদেশের এই বাহুবলী নেতা।

ফের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ভ্লাদিমির পুতিন

মস্কো, ১৮ মার্চ: টানা পাঁচবার। ফের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন ভ্লাদিমির পুতিন। সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে মোট ৮৭.৮ শতাংশ ভোট পড়েছে তাঁর পক্ষে। আগামী ৬ বছর রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন তিনি। যদি প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ করতে পারেন, তাহলে জোসেফ স্ট্যালিনের নজিরও ভেঙে দেবেন পুতিন। দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জেল হেপাজতে থাকাকালীন কট্টর সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যু, যুদ্ধের জেরে ধুঁকতে থাকা অর্থনীতি- হাজারো বিরোধিতা সত্ত্বেও পুতিনের ভোটব্যাংকে কোনওটাই ছাপ ফেলতে পারেনি। বরং রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তিনি। ২০৩০ পর্যন্ত রুশ রাষ্ট্রপ্রধানের কুরসিতে থাকবেন পুতিন। এই মেয়াদ যদি শেষ করতে তাহলে রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রেসিডেন্ট থাকার নজির গড়বেন তিনি। এই নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়েছিলেন পুতিন। তবে তাঁর দাপটে কার্যত হারিয়ে গিয়েছেন অন্যান্যরা। পুতিনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্ট পার্টির নিকোলাই খারিতনভ পেয়েছেন মাত্র ৪ শতাংশ ভোট। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ভ্লাদিস্লাভ দাভানকোভ ও লেনয়েড স্লাটস্কি। দু'জনের কেউই পুতিন বিরোধী মন্তব্য করেননি কখনও। এমনকি ইউক্রেনে রুশ সেনা অভিযানেরও বিরোধিতা করেননি তাঁরা। তবে নির্বাচনের আগেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত ছিলেন, এবার জিতবেনই পুতিন।

পঞ্চমবারের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের কথা শোনা গেল পুতিনের মুখে। বিজয় ভাষণ দিতে গিয়ে পুতিন বলেন, আগামী দিনে আমাদের সামনে অনেক কাজ। তবে আমরা লক্ষ্যে স্থির। কেউ ভয় দেখিয়ে দমিয়ে দিতে চেষ্টা করলেও সফল হতে পারবে না। আগেও কেউ আমাদের থামাতে পারেনি, পরেও পারবে না। পুতিন সাফ জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাশিয়ায় নির্বাচন হয়েছে। আগামী দিনে রুশ সেনাকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। সেই সঙ্গে ইউক্রেনে রুশ সেনার অভিযানকেই আরও গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলেও দাবি করেন পুতিন।

পঞ্চমবার প্রেসিডেন্ট হয়েই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিলেন ভ্লাদিমির পুতিন। সাফ জানিয়ে দিলেন বর্তমান দুনিয়ায় সবই সম্ভব। ফলে আরও একটা বিশ্বযুদ্ধ হতেই পারে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছিলেন যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে হবে ইউরোপকে।

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 277, KOLKATA, TUESDAY
19 MARCH 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৯ মার্চ ২০২৪

চার মেরে ট্রফি জেতানো রিচার মুখে স্বস্তি ‘ভয় করছিল’ জানালেন শিলিগুড়ির মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলিরা পারেননি। ১৬ বছর ধরে আইপিএল খেলেও ছেলেরা ট্রফি জিততে পারেননি। মেয়েদের দল দ্বিতীয় বছরেই ট্রফি এনে দিল দলকে। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ (মেয়েদের আইপিএল) জিতল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আর সেই ম্যাচ জেতালেন বাংলার রিচা ঘোষ।

শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা। গত বছরও আরসিবি-র হয়ে খেলেছিলেন। এ বছর ১০ ম্যাচে ২৫৭ রান করলেন তিনি। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল ফাইনালে রিচার চার মেরে ম্যাচ জেতানো। ট্রফি জিতে রিচা বলেন, ‘আমার খুব চাপ লাগছিল। ভয় করছিল। ক্রিজরে উল্টো দিকে থাকা এলিস পেরি আমাকে সাহায্য করে। গত বছরটা আমাদের ভাল যায়নি। এই বছর ফাইনালে উঠলাম এবং জিতলাম। আমরা সে ভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এটা অনুশীলনের ফল। সঙ্গে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমরা উইকেটে বল রাখার চেষ্টা করে গিয়েছি। পর পর উইকেট নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর কম রানের লক্ষ্য হলে বেশির ভাগ সময় ম্যাচ শেষ ওভার পর্যন্ত গড়ায়। কখনও জিতে গিয়েছি মনোভাব আনা উচিত নয়।

রিচার ব্যাটে এ বারে একাধিক ম্যাচ জিতেছে আরসিবি। উইকেটের পিছনেও দলকে ভরসা দিয়েছেন। বাংলার রিচার হাত ধরেই প্রথম ট্রফি পেল আরসিবি। দলের মালিক বিজয় মাল্য বলেন, ‘মেয়েরা ট্রফি এনে দিয়েছে। এ বার ছেলেদের পালা। অনেক বছর ধরে অপেক্ষায় রয়েছি।

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১১৩ রান করে দিল্লি ক্যাপিটালস। ৭ ওভারে ৬৪ রান তুলে নিয়েছিল দিল্লি। অষ্টম ওভারে বল করতে আসেন সোফি মলিনক্স। ওই ওভারেই খেলা ঘুরে যায়। প্রথম বলে শেফালি আউট হয়ে যান। তৃতীয় বলে আউট জেমাইমা রদ্রিগেজ। চতুর্থ বলে বোল্ড এলিস ক্যাপ্সি। এক ওভারে তিন উইকেট তুলে দলকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন মলিনক্স। ওই ধাক্কা সামলাতে পারেনি দিল্লি। তার পর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। রানও তুলতে পারল না বেশি। ১১৩ রানে অল আউট হয়ে গেল দিল্লি। সোফি ছাড়াও নজর কাড়েন শ্রেয়াঙ্কা পাটিল। একাই ৪ উইকেট তুলে নেন তিনি।

অল্প রানের লক্ষ্য মাথায় নিয়ে খেলতে নেমেও আরসিবি-কে লড়তে হল শেষ ওভার পর্যন্ত। মন্ধানা (৩১) এবং সোফি ডিভাইন (৩২) মিলে ৪৯ রানের জুটি গড়েন। হাতে ৮ উইকেট থাকলেও বড় শট খেলতে পারলেন না এলিস পেরি এবং রিচা ঘোষ। শেষ ওভার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন তাঁরা ম্যাচটিকে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য আরসিবি-র প্রয়োজন ছিল ৫ রান। তিন বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেন মন্ধানারা।

রিশাদ-ঝড়ে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে ১৭৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল বাংলাদেশ। ২৩৬ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করা বাংলাদেশের তখনো প্রয়োজন ৫৮ রান। এমন পরিস্থিতিতে আরেকটি উইকেট পড়লে চাপ আরও বাড়ত। সে সময় উইকেটে থাকা মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গ দিতে নামেন রিশাদ হোসেন। কিন্তু সঙ্গ দেওয়ার বদলে রিশাদ নিজেই হয়ে ওঠেন ম্যাচ জেতানোর নায়ক!

রিশাদের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে শেষ পর্যন্ত সহজেই জিতেছে বাংলাদেশ। আর কোনো উইকেট না হারিয়ে ৫৮ বল হাতে রেখেই এসেছে ৪ উইকেটের জয়। সেই সঙ্গে ২-১ ব্যবধানে সিরিজও নিজেদের করে নেয় নাজমুল হোসেনের দল।

ব্যাট হাতে প্রথম বলেই স্লগ সুইপে ছক্কা মেরে শুরু করেন রিশাদ। পরের বলে এলবিডব্লুর রিভিউ নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। তবে আম্পায়ার্স কলের কারণে রিশাদ বেঁচে যান সে যাত্রায়। এরপর অবশ্য আর ফিরে তাকাননি ২১ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। ১৮ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় খেলেছেন ৪৮ রানের চোখ ধাঁধানো অপরাজিত ইনিংস।

ম্যাচসেরা রিশাদ পুরস্কার বিতরণীতে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছেন, ‘আমরা ম্যাচটা জিততে পারায় আমি খুবই আনন্দিত। প্রথমে আমি একটু নার্ভাস ছিলাম, পরে আমি ব্যাটে-বলে ভালোভাবেই সংযোগ করতে পেরেছি।’

ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিশাদের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাটিং বিপদ ডেকে আনতে পারত বাংলাদেশের জন্য। সে সময় তাঁর সঙ্গে উইকেটে ছিলেন অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম। মুশফিক তাঁকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কি না, জানতে চাইলে রিশাদ বলেছেন, ‘মুশফিক ভাই বলেছেন, তোমার জোনে (জায়গায়) বল পেলে মেরে দাও।’ অভিজ্ঞ সতীর্থের কাছ থেকে সাহস পেয়ে রিশাদও আর ফিরে তাকাননি। বাংলাদেশকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়ে থেমেছেন।

ম্যাচ শেষে ব্যাটে-বলে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে তৃপ্তির কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেনও। নাজমুল বলেছেন, ‘তানজিদ খুব ভালো ব্যাট করেছে। মুশি যেভাবে ব্যাট করেছে, সেটা আমার মতে রিশাদের ইনিংসটি খেলতে সহায়তা করেছে। এ ধরনের উইকেটে বোলাররা নিজেদের চিনিয়েছে। পেসাররা খুবই ভালো বল করেছে। মাঝের ওভারে মেহেদীও খুব ভালো বল করেছে।’

তুরস্কে ফুটবল মাঠে ঢুকে খেলোয়াড়দের মারপিট প্রতিপক্ষ সমর্থকদের

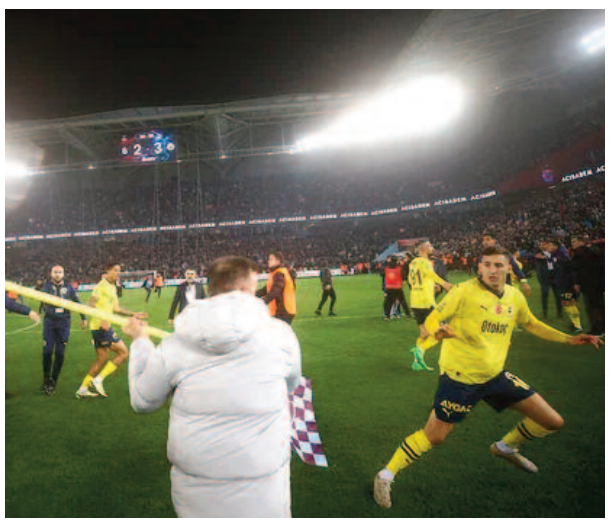

নিজস্ব প্রতিনিধি: তুরস্কের শীর্ষ লিগে চলতি মৌসুমে মারামারি আর সংঘর্ষ যেন নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে। গতকালও এক ম্যাচে ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরা মাঠে ঢুকে ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের ওপর আক্রমণ করেছেন। ফেনেরবাচে ৩,২ গোলে ম্যাচ জয়ের পরপরই মাঠে ঢুকে যান স্বাগতিক ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরা।

ঘটনার সময় তোলা বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে, ত্রাবজনস্পোরের একদল সমর্থক মাঠে ঢুকে জয়ের উচ্ছ্বাস করতে থাকা ফেনেরবাচের খেলোয়াড়দের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। কেউ কেউ খেলোয়াড়দের মারতেও উদ্যত হন। ফেনেরবাচের খেলোয়াড়েরাও কয়েকজন সমর্থকের দিকে তেড়ে যান। এ সময় ত্রাবজনস্পোরের আরও সমর্থক মাঠে ঢুকে যান।

ভিডিওতে দেখা যায়, ফেনেরবাচের বেলজিয়ান ফুটবলার মিচি বাতসুয়াই এক সমর্থককে লাথি মারছেন। একই সময় দলটির নাইজেরিয়ান খেলোয়াড় ব্রাইট ওসাই,স্যামুয়েল ঘুষি মেরেছেন ত্রাবজনস্পোরের এক সমর্থককে।

ত্রাবজনস্পোরের সমর্থকেরাও থেমে থাকেননি। এক সমর্থক কর্নার ফ্লাগ হাতে নিয়ে ফেনেরবাচের এক খেলোয়াড়কে শাসাতে থাকেন। একজন তো ফেনেরবাচের গোলকিপার দমিনিক লিভাকোভিচের মুখে ঘুষি বসিয়ে দেন।

ঘটনার পর তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলি ইয়েরলিকায়া ঘটনা তদন্তের ঘোষণা দিয়েছেন। তুরস্কের ফুটবল ফেডারেশন এ ঘটনাকে ‘মেনে নেওয়ার মতো নয়’ বলে উল্লেখ করেছে। তবে তুরস্কের ফুটবলে চলতি মৌসুমে এমন ঘটনা প্রথম নয়। গত ডিসেম্বরে আঙ্কারাগুকু ও রিজেস্পোর ম্যাচে রেফারি উমুত মেলেরকে মাঠে আক্রমণের পর এক সপ্তাহ লিগ স্থগিত ছিল।

শুধু এ মৌসুমেই নয়, তুরস্কের ফুটবলে এমন ঘটনা বছরের পর বছর ধরে ঘটে আসছে। ২০১৬ সালে ত্রাবজনস্পোরের এক সমর্থক রেফারিকে আক্রমণ করায় ম্যাচ বাতিল করা হয়েছিল। ২০১৫ সালে রিজে শহর থেকে ফেনেরবাচের বাস বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে এক বন্দুকধারীর আক্রমণের শিকার হয়। ২০১৪ সালে সমর্থকেরা মাঠে নানা জিনিস ছুড়ে মারা কারণে ফেনেরবাচে ও ত্রাবজনস্পোরের ম্যাচ বিরতির সময় স্থগিত করা হয়।

কলকাতায় পা রাখলেন আইপিএলের ইতিহাসে সব থেকে দামি ক্রিকেটার, উল্লসিত কেকেআর শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছলেন আইপিএলের সব থেকে দামি জোরে বোলার মিচেল স্টার্ক। রাতেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের শিবিরে যোগ দিলেন তিনি। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ।এ বারের আইপিএল নিলামে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে মিচেল স্টার্ককে কিনেছে নাইট রাইডার্স। ন’বছর পর আইপিএলে ফিরছেন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার পেসারকে এর আগে ২০১৮ সালে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় কিনেছিল কলকাতা। কিন্তু সে বার খেলেননি স্টার্ক। তিনি শেষ বার আইপিএলে খেলেছিলেন ২০১৫ সালে। এর আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলেছিলেন স্টার্ক। দু’মরসুমে নিয়েছিলেন ৩৪টি উইকেট।

বৃহস্পতিবার শহরে চলে এসেছিলেন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, মেন্টর গৌতম গম্ভীর, অন্য সাপোর্ট স্টাফেরা এবং অধিকাংশ ক্রিকেটার। শনিবার এলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজরে দুই অলরাউন্ডার সুনীল নারাইন এবং আন্দ্রে রাসেল। শনিবার রাতে দলে যোগ দিয়েছেন অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার। এ বার দলে যোগ করলেন স্টার্ক। তাঁকে দেখে দলের বাকি প্লেয়াররাও উল্লসিত।

শুক্রবার থেকেই কলকাতা নাইট রাইডার্স অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে ইডেনে। রবিবার তারা ইডেনে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলে। ২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। কেকেআরের প্রথম ম্যাচ ২৩ মার্চ। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ইডেনে খেলবে কেকেআর।

‘নো লুক’ শটে রশিদের ছক্কা, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচে ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ১৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ব্যাট হাতে ১২ বলে ৪ বার সীমানার বাইরে বল পাঠিয়ে তুলেছেন ২৫ রান। রশিদ খানের এমন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের ম্যাচে আফগানিস্তান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জিতেছে ১০ রানে। তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে যা ১-১ সমতাও নিয়ে এসেছে।

তবে কাল রাতে শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত সম্ভবত একটি শট। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে রশিদ খানের একটি ছক্কা। আইরিশ পেসার ব্যারি ম্যাকার্থির বলে রশিদ যে ছয়টি মেরেছেন বলের দিকে না তাকিয়েই। ক্রিকেটের ভাষায় ‘নো-লুক শট’।

ঘটনা আফগানিস্তানের ব্যাটিংয়ের ১৮তম ওভারের শেষ বলের। ম্যাকার্থি লো ফুলটস করেছিলেন মিডল-লেগ স্টাম্পে। রশিদ কোনো দিকে না নড়ে, বলের দিকে না তাকিয়ে শুধু ব্যাটটাকে সুইপের জন্য পেতে দেন। বল চলে যায় ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ দিয়ে গ্যালারিতে। বল কোন দিকে গেল, কোথায় পড়ল, দেখার জন্য মুখই ঘোরাননি রশিদ। গ্যালারি থেকে দর্শকদের উল্লাসই তাঁকে বলে দিচ্ছিল বলের গন্তব্য। জায়গায় দাঁড়িয়ে না তাকিয়ে খেলা ‘নো-লুক শট’টিতে ফুটে ওঠে রশিদের প্রবল আত্মবিশ্বাস।

শট খেলার ধরন আর শটের পর রশিদের ‘এ আর এমন কি’ মনোভাবের দৃশ্যটিতে মজা পেয়েছেন অনেকেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তাই রীতিমতো ভাইরাল রশিদ খানের ‘নো-লুক শট’-এর ছক্কার ভিডিও। ক্রিকেট দর্শক-সমর্থকেরা তো বটেই, রশিদের শটের ভিডিও শেয়ার করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড, ইএসপিএন ক্রিকইনফো, ক্রিকবাজ, ক্রিকেটডটকমসহ প্রাতিষ্ঠানিক এক্স হ্যান্ডলগুলোও।

আফগান ক্রিকেট বোর্ড রশিদের ‘নো-লুক শটে’র ক্যাপশনে লিখেছে, ‘রশিদ খান রশিদ খানই। এমন কিছু আমরা আগেও দেখেছি।’ রশিদ খান এর আগে এ ধরনের শট খেলেছিলেন ২০২২ পিএসএলে সালমান ইরশাদ ও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে মিচেল স্টার্কের বলে। তবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল রাতের শটটিই ছিল সবচেয়ে দাপুটে।

ইউনাইটেড-লিভারপুল স্বপ্নের মঞ্চে আবেগের ‘রোলারকোস্টার’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘শুরুতে ঈশ্বর স্কুলে যেতেন এবং ক্লাস শুরু হওয়ার আগপর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেন। যদিও ঈশ্বর অনেক কিছু জানতেন, তবু নতুন কিছু করার ও শেখার চেষ্টা করতেন। একদিন ঈশ্বর বললেন, তআজ আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, এখন খেলতে যাই।দ এরপর ঈশ্বর ও তার বন্ধুরা ফুটবল খেলতে শুরু করলেন। খেলতে খেলতে একসময় ঈশ্বর এত জোরে বলে লাথি মারলেন যে সেটি একটি গোলাপবাগানে গিয়ে পড়ল এবং ফেটে গেল। সেই বিস্ফোরণ থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং আমাদের চারপাশের সবকিছু সৃষ্টি হলো।’ নিতান্তই শিশু মনের হাস্যকর ও কৌতূহলী ভাবনা। এই ভাবনা ৭ বছর বয়সী রদ্রিগো নাভারো মোরালেস নামের এক শিশুর। মোরালেসের ফুটবল ভাবনা এভাবেই বর্ণিত হয়েছে ম্যাক্সিকান লেখক হুয়ান ভিলোরোর ‘গড ইজ রাউন্ড’ বইয়ে।

ফুটবলের সৌন্দর্য, বিশালতা এবং ব্যাপ্তির পুরোটাই যেন ওপরের কথাগুলোয় বলা হয়ে গেছে। ফুটবল তো এমনই, যাকে বলে ‘লার্জার দ্যান লাইফ’। বিল শ্যাঙ্কলির ভাষায় ‘জীবন,মরণ সমস্যার চেয়েও বেশি কিছু।’ ওই যে ‘আনান্দ’ নামের বিখ্যাত এক হিন্দি সিনেমায় অমিতাভ বচ্চনের উদ্দেশে রাজেশ খান্না যে বলেন, ‘বাবুমশাই, জিন্দেগি বাড়ি হোনে চাহিয়ে, লাম্বি নেহি।’ (বাবুমশাই, জীবন বড় হওয়া উচিত, লম্বা নয়। তেমনই! মূলত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করার কথা বলতে গিয়ে আইকনিক এই সংলাপটি বলা হয়েছিল। হ্যাঁ, একটা ফুটবল ম্যাচই আপনাকে দিতে পারে সে অলৌকিক অনুভূতি।

ফুটবল মাঠে ৯০ কিংবা ১২০-১৩০ মিনিটের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে আপনি পেতে পারেন কয়েকটা জীবন উপভোগের আনন্দ। সেই সময়টুকুর জন্য জীবনের সমস্ত না পাওয়া, হতাশা কিংবা গ্লানি ভুলে গিয়ে আপনি বাঁচতে পারেন অসংখ্য জীবন। আপনার জীবনকে শুধু দৈর্ঘ্য,প্রস্থে নয়, অনুভবেও অনেক বড় করে দেয় ফুটবল। তবে সব ম্যাচ এমন অনুভূতির জন্ম দেয় তা নয়, কদাচিৎ আসে এমন মুহূর্ত। যেমন গতকাল রাতে এসেছিল লিভারপুল-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এফএ কাপের শেষ আটের ম্যাচে। হয়তো কৌশল কিংবা খেলার মানের দিক থেকে নিঁখুত ম্যাচ নয়, কিন্তু আবেগ ও উত্থান, পতনের নাটকীয়তা ঢেকে দিয়েছে সে ঘাটতি।‘থিয়েটার অব ড্রিম’ খ্যাত ওল্ড ট্রাফোর্ডে এই ম্যাচটির ১২০ মিনিট ফুটবল-রোমান্টিকদের জন্য ছিল দুর্দান্ত এক রোলারকোস্টার রাইড। এমন ম্যাচ জয়-পরাজয়ের আনন্দ-বেদনাকে নিয়ে আসে একই সমতলে। দিন শেষে সব ভুলে মনে রয়ে যায় তুরীয় এক আনন্দ, যার রেশও রয়ে যায় অনেক দিন পর্যন্ত। অনেকটা সেই ‘লার্জার দ্যান লাইফে’র মতোই।

তাই এমন ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কোন দল জিতল আর কোন দল হারল, তা আর মুখ্য থাকে না। ম্যাচটা হয়ে ওঠে তার চেয়েও বেশি কিছু। তবে ম্যাচটা তো কাউকে না কাউকে জিততেই হতো। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জায়গায় লিভারপুল ৪-৩ গোলে জিতলেও এর মাহাত্ম্য একটুও কমত না। এরপরও ইউনাইটেডের জয়ের ভিন্ন মাহাত্ম্য অবশ্য আছে।

এই ম্যাচের আগে ইউনাইটেডকে কেউই গোনাতেই ধরেনি। সাবেক লিভারপুল ডিফেন্ডার জোসে এনরিকে বলেছিলেন, লিভারপুল এ ম্যাচে ৫-০ ব্যবধানে জিতবে। অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির সমর্থকদের মধ্যেও ভর করছিল এমনই টগবগে আত্মবিশ্বাস বা অতি-আত্মবিশ্বাস, যা হয়তো সংক্রমিত করেছে খেলোয়াড়দেরও। নয়তো এগিয়ে থেকেও দ্বিতীয়ার্ধে কেন লিভারপুলের গা ছেড়ে দেওয়া!

প্রতিপক্ষের অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে বারবার খাপছাড়া হয়ে পড়ার কারণই,বা কী! অথচ লিভারপুল চাইলে প্রেসিংয়ের চাপ অব্যাহত রেখে ম্যাচটা ৭০ থেকে ৮৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিতে পারত, যেটা তারা প্রায়ই করে থাকে। লিভারপুল এদিন নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা লাগামটা আলগা করেছে। আর ইউনাইটেডকে ঘরের মাঠে লাল উৎসবে মাতার উপলক্ষ তৈরি করে দিয়েছে, যা একই সঙ্গে লিভারপুলের হয়ে ইয়ুর্গেন ক্লপের কোয়াড্রপল জয়ের স্বপ্নকেও ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য লিভারপুলের দায় বাড়িয়ে ইউনাইটেডের কৃতিত্ব হালকা করা অন্যায় হবে। এই ম্যাচ ‘রেড ডেভিল’দের ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য এক দৃষ্টান্তও হয়ে থাকবে। তা,ও এমন একটা ম্যাচে, যে ম্যাচের আগে তাদের কেউ হিসাবেই রাখে নি। যা একেবারেই অমূলকও ছিল না। সাম্প্রতিক ফর্ম বা পরিসংখ্যানও কোনোটাই তাদের পক্ষে ছিল না। তবে কোনো কিছুই পক্ষে না থাকার পরও ফুটবলেই কেবল পারে পাশার দান বদলে যেতে পারে।

আর যে পথ ধরে পুরো দৃশ্যপটটি বদলেছে, তা হার মানাবে দুর্দান্ত কোনো থ্রিলার সিরিজের চিত্রনাট্যকেও। নির্ধারিত সময়ের শেষ মুহূর্তে গোলরক্ষককে একা পেয়েও মার্কাস রাশফোর্ডের সেই মিস অথবা হার্ভে এলিয়টের শট অবিশ্বাস্যভাবে পোস্টে লেগে ফিরে আসা কিংবা শেষ মিনিটে আমাদ দিয়ালোর করা গোলের সামনে হয়তো সিনেমার জন্য বানানো চিত্রনাট্যকেও বাড়াবাড়ি মনে হবে। এর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত গল্পটা এতে জুড়ে দেওয়া হবে তখন ইউনাইটেডের জয়টা হয়ে উঠবে মহাকাব্যের মেলোড্রামাটিক মঞ্চায়ন। আমাদের পায়েই ওল্ড ট্রাফোর্ড আক্ষরিক অর্থে হয়ে উঠেছিল থিয়েটার অব ড্রিম।

অথচ এই আমাদের ম্যাচটা খেলারই কথা ছিল না! লিভারপুলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে প্রিমিয়ার লিগে ৪৬ মিনিট এবং এফএ কাপে খেলেছিলেন ১৭ মিনিট। এমনকি ধারে ক্লাব ছাড়তে পারতেন জানুয়ারিতেই। বেশ কয়েকটি ক্লাবের আগ্রহও ছিল। কিন্তু টেন হাগের অনুরোধে থেকে যান ইউনাইটেডে। আর সেই থেকে যাওয়াতেই ইউনাইটেডের ঐতিহাসিক এক জয়ের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন ২১ বছর বয়সী এই আইভরিয়ান উইঙ্গার।

শেষ মুহূর্তে গোল করেছেন, জার্সি খুলে উদ্‌যাপন করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড খেয়ে দেখেছেন লাল কার্ডও। মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় জার্সি দিয়ে গেলেন দর্শককে। পরে জানা গেল আমাদ এই ম্যাচটি খেলেছেন রোজা রেখে। তার জয়সূচক গোলের পরই অঝোর কাঁদতে দেখা গেল ইউনাইটেডের এক খুদে দর্শককে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা মুহূর্তই বটে। এমন দৃশ্যের জন্যই তো ফুটবল এত জয়জয়কার।

এই ধরনের ম্যাচের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষার কথা বলেছিলেন উরুগুয়ের বিখ্যাত ক্রীড়ালেখক এদোয়ার্দো গালিয়ানো, ‘আমি ভালো ফুটবলের কাঙাল। আমি হাত ছড়িয়ে পৃথিবীর স্টেডিয়ামগুলোয় বিচরণ করি এবং প্রার্থনা করে বলি ঈশ্বরের দোহাই, খেলাটা যেন ভালো হয়। আর খেলাটা যখন আসলেই ভালো হয়, তখন সেই অলৌকিক ঘটনার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিই। সেই খেলাটা কোন দল বা দেশ খেলল, তাতে আমার কিছুই যাই আসে না!’

হ্যাঁ, এমন একটি ম্যাচ উপহার দেওয়ার জন্য ফুটবল রোমান্টিকেরাও তাই ধন্যবাদ দিতেই পারেন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুল ও ইউনাইটেডকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**